পদত্যাগ করলেন স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফার্স্ট মিনিস্টার

সারে-জমিন

পানীয় জলের দাবিতে মহিলাদের রাস্তা অবরোধ

রূপসী বাংলা

রাশিয়াকে 'অস্ত্র' দিয়ে চিন কেন চরম ঝুঁকি নিচ্ছে?

সম্পাদকীয়

অনেক হয়েছে ভিক্ষা,এবার দিতে হবে শিক্ষা: অভিষেক

সাধারণ

দিল্লিকে সহজেই হারাল কলকাতা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩০ এপ্রিল, ২০২৪
১৭ বৈশাখ ১৪৩১
২০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 117 ■ Daily APONZONE ■ 30 April 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

শুক্রবার মাদ্রাসা বোর্ডের ফল প্রকাশ

আবদুস সামাদ মণ্ডল ● কলকাতা

আপনজন: আগামী শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ফাজিল ও হাই মাদ্রাসার ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে এক নোটিশ মারফত জানান ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন। ৩মে বেলা ২টোর সময় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সল্টলেকের অফিসে প্রকাশ করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও মাদ্রাসা বোর্ডের নদিয়া, দার্জিলিং, কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম সেন্টার থেকেও মার্কশিট বিতরণ করা হবে। পর্ষদ জানিয়েছে, ফল প্রকাশের দিন দুপুর ২.৩০ থেকে নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে ফল দেখতে পাবে মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীরা।

সেগুলি হল:
ক) http://www.wbbme.org
খ) http://wbresults.nic.in
গ) http://www.exametc.com

শিক্ষক নিয়োগে মন্ত্রিসভার সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে সিবিআইকে নির্দেশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ না করতে।

২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ বাতিল করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদনের শুনানি চলছিল আদালতে। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে এই নিয়োগ করেছিল। আগামী ৬ মে এই মামলার শুনানি হবে।

বেঞ্চকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, “সিবিআই রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আরও তদন্ত করবে, আমরা সেই নির্দেশনায় বহাল থাকব। শীর্ষ আদালতে দায়ের করা আবেদনে রাজ্য সরকার বলেছিল যে হাইকোর্ট “ইচ্ছাকৃতভাবে” নিয়োগ বাতিল করেছে।

কলকাতা হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। এতে আরও বলা হয়েছে, যারা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যে বেতন ফেরত দিতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার দাবি করেছিল যে মৌখিক উপস্থাপনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়োগ এবং পুরো বাছাই প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চের সামনে বিষয়টি আসে। সোমবার মামলার শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতকে বলেন, হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যা মেনে চলা যাবে না। মানবিক কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত এক ব্যক্তির চাকরি বাতিল করা হয়েছে। হাইকোর্ট পুরো মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

নির্বাচনের সময় মন্ত্রিসভার সব সদস্য কারাগারে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্যানেলে যাদের নাম নেই তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ প্রতারণা।

তাদের প্রশ্ন, মন্ত্রিসভা যখন জানত অবৈধ নিয়োগ হয়েছে, তখন মন্ত্রিসভা কীভাবে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করল।

ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে গেল, আয়না ছিল না, প্যানেলের বাইরে কীভাবে নিয়োগ হল রাজ্যকে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যেখানে ওএমআর শিট নেই, সেখানে যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করা হবে কীভাবে? প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনি কি চাকরি বাতিলের বিষয়ে এগোচ্ছেন?” কিন্তু কোনো অরিজিনাল ওএমআর শিট নেই। কোন তথ্যের ভিত্তিতে তারা যোগ্য ও অযোগ্যদের বেছে নিচ্ছেন? ২৫ হাজার একটি বিশাল সংখ্যা।

প্রধান বিচারপতি বলেন, পুরো বিষয়টি তিনি শুনবেন। যদিও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টে বেকারদের আইনজীবী মুকুল রোহাতগি চাকরির অবসানের আদেশ স্থগিত করার আবেদন করেন। তিনি বলেন, চাকরি বাতিলের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশও দেওয়া উচিত। অনেকে ভোট দিতে চলে গেছেন। এ অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে বাধা দেননি প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, আমরা শুধু মন্ত্রিসভা নিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছি। সিবিআই এখন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে না।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট গত ২২ এপ্রিল এসএসসি মামলায় ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে। বিচারপতি দিবাংশু বসাক ও বিচারপতি মুহাম্মদ শাব্বির রশিদীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। চাকরিপ্রার্থীদের চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ সুদে বেতন ফেরত দিতে বলা হয়েছে। হাইকোর্টের মতে, সিবিআই এসএসসির দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চালিয়ে যাবে। প্রয়োজনে তারা সন্দেহভাজনদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে। অযোগ্যদের চাকরি দিতে এসএসসিতে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পদ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছে যে সিবিআইও হেফাজতে নিতে পারে এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

সংখ্যালঘু ভোটকে পাখির চোখ মমতার

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে দু-দফার ভোটও হয়ে গেছে। বিজেপি, তৃণমূল দুই দলই এই দুটি দফায় দারুণ ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বিজেপির করুণ দশা দেখতে পাচ্ছেন। সোমবার জঙ্গিপুরের খড়গ্রামের জনসভা থেকে তিনি কার্যত দাবি করলেন, দুটি দফার নির্বাচনে বিজেপি পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েছে। জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, এজেন্সি ছাড়া তো এক পা চলে না বিজেপি। সবাইকে ভয় দেখায় ফোন করে, হয় এনআইএ করে দেব, নয় সিবিআই করে দেব। মমতা তাঁর সভায় আসা কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, ওদের বলুন, যে দুটো ফেজ হয়ে গেছে তাতে তোমরা এপাস-ওপাস-ধপাস হয়েছো। আর বাকি যে পাঁচটা ফেজ হবে তার জন্য বুক দুরুদুরু করেছে। তবে, ভোট কাটাকাটির 'রাজনীতি' নয়। সংখ্যালঘু এলাকা থেকে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রী বলেন, কোনও ভোট কাটাকাটির খপ্পরে পড়বেন না। শুধু তৃণমূলকেই ভোট দিন। রবিবারও ভোট কাটাকাটির প্রসঙ্গ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে।

সুজাপুরের সভা থেকে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ভোট কাটাকাটিতে বিজেপিরই লাভ হবে। তাই, কংগ্রেস ও সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার আবেদন করেছিলেন তিনি। সোমবার আবারও এক সংখ্যালঘু এলাকায় সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভোট কাটাকাটি'-র প্রসঙ্গ তুলে খড়গ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও ভোট কাটাকাটি নয়। জোড়াফুলই একমাত্র পার্টি, যে আপনাদের আগলে রাখবে। কংগ্রেস-সিপিএম-কে তো বাংলায় দেখা যায় না।'

মুর্শিদাবাদের মতো এলাকায় সংখ্যালঘু ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর। আর সেই ভোট বাম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেটা যাতে না হয়, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী।

প্রথম নজর

হঠাৎ আগুনে পুড়ে ছাই তিনটে বাড়ি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: তাপপ্রবাহ যেভাবে বেড়েই চলেছে আর সেই তাপপ্রবাহের কারণে একটু ভুলের কারণে আগুনে সর্ব শান্ত হয়ে যাচ্ছে ।আগুনে পুড়েছে ছাই তিনটে বাড়ি ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ মুর্শিদাবাদের ডোমকল পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত যুগিন্দা রায়পাড়া গ্রামের সফিকুল সেখ,সাজিবুল সেখ,রফিকুল সেখ নামের তিন ভাইয়ের বাড়িতে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েযায়।স্থানীয় সূত্রে জানাযায় রান্নার উনুনের আগুন থেকে প্রথমে রান্না ঘরে আগুন লেগে যায় সেই আগুন এতটা ভয়ানক ছিল যে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের কাছে ভিড়তে পারেনি কেও ,ঘটনার খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ও দমকল বাহিনী দের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর আগেই আগুনে পুড়ে সব শেষ করে দেয়।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা সরকারি সাহায্যর আবেদন জানায়।রফিকুল সেখ বলেন বাড়িতে যা ছিল তা কিছুই বেছে নেই আগুনে সব পুড়ে ছাই করে দিয়েছে ,ধান,গম থেকে শুরু খাদ্য সামগ্রিক ও গবাদি পশু আগুনে পুড়ে যায়।এই পরিস্থিতে আমরা রাস্তায় বসে পড়লাম সব কিছু হারিয়ে এখন কিভাবে সংসার চালানো আর কি ভাবেই বা বাড়ি ঘর করবো সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না এখন।

মনোনয়নপত্র জমা বাম-কং জোট প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এদিন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আজহার মল্লিক তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেন। সোমবার হাওড়ার জেলাশাসকের অফিসে দুই প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন সকাল দশটায় কদমতলা বাস স্ট্যান্ড, শিবপুর ট্রাম ডিপো এবং উত্তর হাওড়ার পিলখানায় জমায়েতের পর বাম কর্মী সমর্থকদের তিনটি মিছিল আসে হাওড়া ময়দান ফ্লাইওভার চত্বরে। এরপর সেখান থেকে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং আজহার মল্লিক যৌথ মিছিল করে জেলাশাসকের কার্য্যালয় চত্বরে আসেন।

মমতার সভা ঘিরে হেলিকপ্টার মহড়া

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আজ মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপ বাজার চত্বরে জনসভায় আসছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে কংক্রিটের হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তাবাহিনীর টিম হেলিকপ্টার নিয়ে মহড়া করেন।
হেলিপ্যাড কতটা সুরক্ষিত তা খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীর টিম। অপরদিকে এলাকায় এলাকায় মাইক নিয়ে চলছে প্রচার। জনসভার আশেপাশে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে মুদির দোকান সর্বত্রই তৃণমূলের দলীয় পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।সভাস্থল রাত জেগে পাহারায় রয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে দলীয় নেতৃত্বরা।মমতার আসার খবর চাউর হতেই গ্রামগঞ্জে মহিলাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম উৎসাহ। মহিলারাও সভাস্থল দেখতে যাচ্ছে দল বেঁধে।রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন,'উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দিদি আসছে।
মোদির সভা থেকে মমতার সভায় দ্বিগুণ লোক হবে।গত বিধানসভা নির্বাচনে এখানেই সভা করেছিলেন দিদি। রতুয়া,মালতিপুর,চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর চারটি বিধানসভা আমরা পেয়েছিলাম। এবারও উত্তর মালদহ আসন পদ্মফুলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিব।'

আদিবাসী সেঙ্গেলের মিছিল বাঘমুণ্ডিতে

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: 'যে পার্টি আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড দেবে তাকে আমরা ভোট দেব' মূলত এই ইস্যুকে সামনে রেখে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের হল বাঘমুন্ডিতে। সোমবার দুপুরে বাঘমুন্ডি ব্লকের ছাতাটাঁড় ময়দান প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে অযোধ্যা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় সংগঠনের মিছিলটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, যে পার্টি আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড দেবে তাকেই তারা ভোট দেবেন। এই দাবি ছাড়াও তাদের মোট ৯ দফা দাবীদাবা নিয়ে মিছিল করা হলো এদিন। এদিনের পথ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের বাঘমুন্ডি ব্লক সভাপতি রামপদ সরেন, সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা যুব জোনাল সভাপতি বেলমুনি সরেন, জেলা ছাত্র মোর্চার সভাপতি সুনীল হাঁসদা, সারনা ধর্ম কোডের আড়ষা ব্লক কমিটির সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ মুর্মু, মাঠা অঞ্চল সম্পাদক পবন চন্দ্র মুর্মু সহ অযোধ্যা ও মাঠা অঞ্চল সংগঠনের অনেকেই।

রোগীর সাহায্যার্থে দুই ছাত্রী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: প্রবল দাবদাহে রক্ত সংকট জেলা জুড়েই। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীদের। চিকিৎসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সোনামনি মুর্মু। তার পরিবারের লোকজন A+রক্তের জন্য আসেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারে। ওই গ্রুপের রক্ত সেই মুহূর্তে না থাকায় এগিয়ে

এলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমবিবিএস কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্রী। তাদের আহ্বান, আপনারাও এগিয়ে আসুন। মানুষের প্রাণ বাঁচান।

জোড়া নির্বাচনী সভায় স্মৃতিচারণা মমতার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদে জোড়া নির্বাচনী সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থনে খড়গ্রামে নির্বাচনী জনসভা করেন। একই দিনে ভগবানগোলার রানীতলা ভাটার মাঠে মুর্শিদাবাদ লোকসভার প্রার্থী আবু তাহের খান এবং ভগবানগোলা বিধানসভা উপ-নির্বাচনের প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকারের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই জনসভা থেকেই তৃণমূল নেত্রীর মুখে উঠে আসে মুর্শিদাবাদের স্মৃতিচারণার কথা। খড়গ্রামে মুর্শিদাবাদ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা মনে করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৯৯৭ সালে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন পান্ডেকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানগোলায় এসে কি করেছিলেন তার কথাও তুলে ধরেন জনসভায়। তিনি বলেন, 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারুতি গাড়ি নিয়েই কলকাতা থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরের ভগবানগোলায় পাড়ি দিয়েছিলাম।' ভগবানগোলার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রয়াত সাগির হোসেনের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তার উদ্যোগে ভগবানগোলায় ওই সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু ঝড় বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মঞ্চ। বৃষ্টি মাথায় নিয়েও টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে সভা করেছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু ছাতার তলায় থাকা সাধন দা ওই বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কারণ তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন তখন।' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভগবানগোলার ডালের বড়া আমার খুব প্রিয়। সাধনদা বারবার বলছেন খুব খিদে পেয়েছে, তাই রামবাগ মোড়ের সেই তেলে ভাজার দোকান থেকে ডালবড়া, ফুলুরি আর মুড়ি মাখা এনে সাধন দার হাতে দেওয়ায় তিনি ভীষণ খুশি হন। মুড়ি-ডালবড়া খেয়ে আমার কাছে জল চেয়েছিলেন সাধন দা, সেদিন শুকনো থাকতে দিইনি তাকে, তার মাথায় জল ঢেলে দিয়েছিলাম।' রানীতলার সভাস্থল থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন আট থেকে আশি সকলেই।
তার মাঝেই তৃণমূল নেত্রী বলে ওঠেন, 'আমাকে ভগবানগোলার মানুষকে চেনাবেন না, আমি সবাইকে চিনি।'
১৯৮৮ সালে হওয়া কাটরা মসজিদ দাঙ্গার পর মুর্শিদাবাদে আসার কথা স্মরণ করেন তিনি। রানিতলার নির্বাচনী জনসভা থেকে মুর্শিদাবাদ লোকসভার সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে 'উড়ে আসা বাজপাখি' বলে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভা থেকে অধীরকেও নিশানা করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের হয়ে বাংলায় একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে ব্যতিক্রম ভাবে রানিতলার সবস্থলে দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র। মুখ্যমন্ত্রীর সভা চলাকালীন স্থানীয় এক যুবক প্ল্যাকার্ড হাতে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে ইশারা করতে থাকে। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'দমকল চাই।' উল্লেখ্য, ভগবানগোলা, লালগোলা এবং রানিতলা থানা এলাকায় কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে লালবাগ থেকে দমকলের ইঞ্জিন যেতে অনেকটা সময় লাগে। যার কারণে নিমেষেই অগ্নিকাণ্ডে পড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়িঘর। বারংবার নির্বাচনের পূর্বে দমকলের দাবি উঠে ভগবানগোলায়। পাশাপাশি কলেজের দাবিও ওঠে এই এলাকাতে। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় দমকলের দাবি ওঠাকে সমর্থন করেছেন স্থানীয় বহু মানুষজন।

হাঁড়ি, কলসি, বালতি নিয়ে জলের দাবিতে মহিলাদের রাস্তা অবরোধ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল তো দূরে থাক! নির্বাচনের মুহূর্তে হাড়ি কলসি বালটি নিয়ে জলের দাবিতে মহিলাদের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে আজ সর্বোচ্চ উষ্ণায়নের দিন। চিকিৎসকদের সচেতনতা মূলক বার্তা অনুযায়ী তীব্র এই রোদে বেশ কিছুক্ষণ একনাগারে পরিশ্রম করলে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই হাহাকার লেগেছে পানীয় জলের।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি থাকলেও ন্যূনতম অন্য বাক্য অন্ন ,বস্ত্র, বাসস্থানের মৌলিক অধিকার তো দূরে থাক সামান্য পানীয় জলের দাবিতে গৃহবধূরা নেমেছেন রাস্তায়। কারো কল আছে কিন্তু পানীয় জল নেই কেউবা ন্যূনতম কল টুকুও পাননি, দীর্ঘ ২ বছর ধরে এভাবেই প্রতীক্ষায় থেকে ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার পারদে ছিন্ন হয়েছে ধৈর্যের তাই গ্রামের মহিলারা হাঁড়ি কলসি বালতি নিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন কৃষ্ণনগর এক নম্বর ব্লকের দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত। বেশ কয়েক ঘন্টা অবরোধে ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে খবর ঘটনাস্থলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এলাকার প্রায় শতাধিক মহিলারা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে জলের দাবিতে আন্দোলন করে।খালি কলসি বালতি গামলা নিয়ে তারা পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বটতলায় এলাকায়। নির্বাচনী প্রচারে যখন সব রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা ব্যস্ত তখন ঘরের মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন জলের দাবিতে, তারা জানাচ্ছেন স্থায়ী সমাধান না করলে মিলবে না ভোট। ভোটের আগে নির্বাচনী সভা থেকে বলা হয় বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে জল পৌঁছে দেবে কষ্টার্জিত অর্থ দিয়েও মিলছে না জল। অন্যদিকে জল ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে ফুলেঁপে উঠছেন।শুধু পানীয় জল নয় গৃহস্থলীর কাজকর্ম থেকে শুরু করে সাংসারিক ব্যবহারের সমস্ত কিছু জলের যোগান দিতে হচ্ছে গেটের কড়ি করি খরচ করে।শেষমেষ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ,তারা পঞ্চায়েত ব্লক অফিস এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিক্ষোভকারীদের। এরপর আপাতত বিক্ষোভ উঠলেও সাত দিনের মধ্যে জল কষ্ট না মিটলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরকদমে চলছে নাকা তল্লাশি।বাইরের জেলা বা রাজ্য সহ অন্যান্য এলাকা থেকে যেন অবৈধ কোনো কিছু প্রবেশ না করে। সেই সাথে এলাকায় কোনো কিছু ঢোকার প্রেক্ষিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে নাকা চেকিং থেকে বিশেষ নজরদারি করা হয়।অনুরূপ আজ সোমবার রামপুরহাট থানার পুলিশ নাকা চেকিং করার সময় ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেন বলে জানা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম-ঝাড়খান্ড সীমান্তবর্তী রামপুরহাট থানার অধীনস্থ সুরুচিয়া নাকা চেকিং পয়েন্টে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে নাকা চেকিং করার সময় ঝাড়খন্ড থেকে বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানা এলাকায় প্রবেশ করছিল একটি চারচাকা গাড়ি। চেকিং পয়েন্টের মধ্যে গাড়িটি আটকে তল্লাশি অভিযান শুরু করতেই দেখেন টাকার বান্ডিল। যা এই মুহূর্তে নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ার জন্য নগদ টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরির কারণ দর্শাতে হবে।সে হিসেবে গাড়িতে থাকা ওই ব্যক্তির গাড়ি থেকে নগদ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। যারমধ্যে ২৭০ খানা ৫০০ টাকার নোট পাওয়া গেছে। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম ওম প্রকাশ বাজাজ। তিনি কি কারণে নগদ এত পরিমাণ টাকা নিয়ে বীরভূম জেলায় আসছিলেন? তা নিয়ে দেখা দেয় প্রশ্ন।ধৃত ব্যক্তির কাছে কোন বৈধ কাগজপত্র ছিল না বলে পুলিশকে বৈধ কোনো নাথিপত্র দেখাতে পারেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রামপুরহাট থানার পুলিশ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে খবর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শিরোপা পেল কুসুমের ফেরা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: প্রেস ক্লাবের সাহিত্য পত্রিকা কুসুমের ফেরা পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলা প্রশাসক ভবন এল জি ডি ই মিলনায়তনে সেরা লিটল ম্যাগাজিনের শিরোপা পেল বাংলার প্রবীণ সাংবাদিক সাকিল আহমেদ সম্পাদিত কুসুমেরফেরা। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা পরিষদ আয়োজিত বৈশাখী কবিতা মেলায় এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শাহীন ইমরান। অতিরিক্ত জেলা শাসক মালেক মুস্তাকিম কবি কামরুল ইসলাম কবি ও ইঞ্জিনিয়ার মামুন খান,শিক্ষাবিদ এম এম সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার গ্রহণ করেন সংবাদিক সাকিল আহমেদ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারদের ভোট দানে উৎসাহ প্রশাসনের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আদর্শ আচরণবিধির সাথে সাথেই ভারতবর্ষে জুড়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হয়েছে, ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। এসভিইইপ প্রোগ্র্যাম এর মাধ্যম দিয়ে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর।এই উপলক্ষে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক-এর উদ্যগে অভিনব উপায়ে ভোটারদের সচেতনতায় অংশগ্রহণ করলেন। উলুবেড়িয়া লোকসভার অন্তর্গত কাটিলাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য তৈরী আশাভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানকার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারদের ভোট দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। হাওড়া জেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আইকন পুতুল মাইতি কে একটি স্মারকচিহ্ন দিয়ে সম্বর্ধনা দেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক ও যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়।
আশা ভবনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আবাসিকরা, ইলেকশন কমিশন প্রদত্ত একটি গানের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব নৈপুনতায় সুন্দর নৃত্য প্রদর্শনী তুলে ধরেন।উক্ত অনুষ্ঠান থেকে বিডিও তাঁর মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন,তিনি বলেন,'এই আশা ভবনে মোট ২২ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটার আছেন। তাদের মধ্যে ৩ জন বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না। যাতে তারা ওই ভবনেই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মতো পোস্টাল ব্যালট এর মাধ্যমে উলুবেড়িয়া-১ ব্লক প্রশাসন ব্যবস্থা করেছে।
এছাড়াও তিনি বলেন, বাকি ১৯ জনের জন্য হুইল চেয়ার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে , যাতে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি আরো জানান,২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে গ্রামীণ হাওড়াতে ভোট দানের হার ছিল ৬৬ শতাংশ, সেটিকে এই এসভিইইপ প্রোগ্রামের মাধ্যম দিয়ে উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের প্রতিটি নাগরিককে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করতে এবং প্রতিটি নির্বাচনে তার ভোট দেওয়ার জন্য সচেতন ও অংশগ্রহণ এ তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে'। এই অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক নূরুদ্দিন আলম, চন্দন দাস, নাজির হোসেন মিদ্দে, সৌনক গাঙ্গুলী, উত্তম বারিক প্রমুখ।

জমি বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: জায়গা জমি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন হল দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি ব্লকের অন্তর্গত করঞ্জলী আলিপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল দাদা সালাউদ্দিন মোল্লার সাথে ভাই সাইফুদ্দিন মোল্লার। গত শুক্রবার দিন বিবাদ চরমে পৌঁছায়। কাঠের ব্যাট দিয়ে এলপাথারি দাদাকে পেটাতে থাকে ভাই সাইফুদ্দিন। মাথার পেছনে একাধিকবার ব্যাট দিয়ে আঘাত করতে থাকে ভাই। গুরুতর আহত অবস্থায় দাদা সালাউদ্দিন মোল্লাকে কুলপি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে

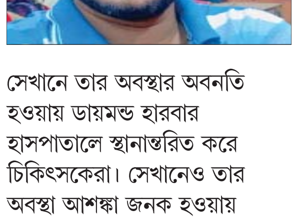

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকেরা। সেখানেও তার অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। এরপরেই সোমবার ভোরে কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া।

তায়েদুলের সমর্থনে ডোমকলে মহিলা সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: সোমবার এসডিপিআই-এর মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তায়েদুল ইসলামের ভোট প্রচারে আনুমানিক দুই শতাধিক মহিলা নিয়ে ডোমকলে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই-এর জাতীয় কমিটির সদস্যা অধ্যাপিকা ডঃ সাদিয়া সায়েদা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম, ডোমকল ব্লক সভাপতি মাকসুদ রানা, ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি সাবনম মুস্তারি, সম্পাদিকা সাইরিন আক্তার বানু।
দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সাবনম মুস্তারি,

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে উপস্থিত নারীদের অবগত করেন সাইরিন আক্তার বানু। নবাব সিরাজদুল্লার প্রশংসার মধ্য দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন ডঃ সাদিয়া সায়েদা, দেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে নারীদের মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেন, ইতিহাস থেকে নারীদের ভূমিকার উদ্ধৃতি দেন, নারীদের জাগ্রত করতে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও নারীরা কেনো রাজনৈতিতে ভূমিকা নেবে, নেওয়ার ফলে কি হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখেন।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে ১৯ হাজার অভিবাসী আটক

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে শুরু করা অভিযানে এক সপ্তাহে ১৯ হাজারের বেশি লোককে আটক করা হয়েছে। রোববার (২৮ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গত এক সপ্তাহে ১৯ হাজার ৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। বসবাস বা কাজের অনুমতি না থাকা এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১১ হাজার ৯৮৭ জনের বিরুদ্ধে রেসিডেন্সি আইন ভঙ্গের অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত নিরাপত্তা বিধি-লঙ্ঘনের অভিযোগে ৪ হাজার ৩৬৭ জন এবং ২ হাজার ৬৯৬ জনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৬১ শতাংশ ব্যক্তি ইথিওপিয়ার নাগরিক। এ ছাড়া ইয়েমেনের রয়েছেন ৩৬ শতাংশ নাগরিক। এরবাইরে বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক। উল্লেখ্য, প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ মানুষের দেশ সৌদি আরব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক সৌদিতে কর্মরত রয়েছেন। সৌদি আরবের স্থানীয় গণমাধ্যম নিয়মিতভাবে দেশটিতে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ধরপাকড় অভিযান ও অবৈধ প্রবাসীদের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ করছে। দেশটির প্রচলিত আইনানুসারে, সৌদিতে অবৈধভাবে প্রবেশে সহায়তার চেষ্টাকারীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে। সৌদি সরকার এই বিষয়ে বারবার সতর্ক করে আসছে।

দুবাইয়ে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি নতুন টার্মিনালের কাজ শুরু করেছে দেশটির সরকার। ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত টার্মিনালটির কাজ শেষ হলে এটি বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দরে পরিণত হবে বলে দাবি করেছেন দুবাইয়ের প্রধানমন্ত্রী।

রোববার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দুবাইয়ের প্রধানমন্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম বলেছেন, নির্মাণ শেষ হলে টার্মিনালটি হবে বিশ্বের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এবং আকার হবে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাঁচগুণ। বছরে ২৬ কোটি যাত্রী এ বিমানবন্দরটি ব্যবহার করতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সমস্ত কার্যক্রম আগামী বছরগুলোতে নতুন আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থানান্তরিত হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নতুন প্রকল্প তৈরি করছি। আমাদের বাচ্চাদের এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য ক্রমাগত এবং স্থিতিশীল বিকাশ নিশ্চিত করছি। দুবাই হবে বিশ্বের বিমানবন্দরের হাব এবং এর নতুন বৈশ্বিক কেন্দ্র।

দুবাইয়ের প্রধানমন্ত্রী আরো জানান, আল মাকতুম বিমানবন্দরটি ২০১০ সালে চালুর পর থেকে যাত্রীদের যাতায়াতের কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে পারেনি। তবে একবার সম্পূর্ণ হলে রাষ্ট্রীয় বিমান পরিবহন সংস্থা এমিরেটস ও স্থানীয় বিমান সংস্থাগুলোর নতুন বাড়ি হবে বিমানবন্দরটি। এতে পাঁচটি সমান্তরাল রানওয়ে এবং ৪০০টি টার্মিনাল গেট থাকবে।

এদিকে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সিইও পল গ্রিফিথস বলেন, এই উন্নয়ন একটি নেতৃস্থানীয় বিমান চলাচল কেন্দ্র হিসেবে দুবাইয়ের অবস্থানকে মজবুত করবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ল ফিলিস্তিনের পতাকা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান বর্বর ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান এই বিক্ষোভ সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তারা রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন। আর মধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করেছেন বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা। সোমবার (২৯ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ সপ্তাহান্তে প্রায় ২৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এক সপ্তাহেরও বেশি আগে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দ্রুত আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের কারণে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুরু হওয়া এই ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার পাশাপাশি পুলিশি দমন-পীড়ন এবং গ্রেপ্তার অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। সংবাদমাধ্যম বলছে, চলমান প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মধ্যেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসের ভেতরেই ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করেছেন। ক্যাম্পাসের আইভি লিগ স্কুলের সামনে যেখানে এই পতাকা উত্তোলন করা হয় সেই জায়গাটি সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার জন্য সংরক্ষিত।

এছাড়া তারা ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলের ওপরের ফ্লোরের জানালা থেকেও একটি বিশালকার ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করেছিল। এটি মূলত হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা সমিতির বার্ষিক নৈশভোজের স্থান। এদিকে বিক্ষোভের মধ্যেই চারটি পৃথক ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রায় ২৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে বোস্টনের নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ১০০ জন, সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে ৮০, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ৭২ জন এবং ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া লস এঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে ইসরায়েলপন্থি এবং ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

গত সপ্তাহে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি তাঁবু ছাউনি স্থাপন করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক এই বিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হোয়াইট হাউস বলেছে, চলমান বিক্ষোভ অবশ্যই শান্তিপূর্ণ থাকতে হবে।

বিক্ষোভরত ক্যাম্পাস কর্মীরা হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে এবং কলেজগুলোকে আগ্রাসী এই দেশটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপশি গাজার সংঘাত থেকে লাভবান কোম্পানিগুলোর সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানাচ্ছেন তারা।

এদিকে চলমান এসব বিক্ষোভ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে ফোনে কথা বলেছেন।

এবার কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণ করে দেশটির বিভিন্ন ক্যাম্পাসজুড়ে কমপক্ষে ৪০টি ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদশিবির গড়ে উঠেছে। বিক্ষোভ সামাল দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। চাপে পড়েছে প্রশাসন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ডাকায় এর প্রেসিডেন্ট মিনোশি শফিকের বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে প্রস্তাব পাস করেছে।

এর মধ্যেই এবার কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ। মার্কিন ক্যাম্পাসের আন্দোলনের মিল রেখে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও তাঁবু টানিয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আন্দোলনে বসেছেন শিক্ষার্থীরা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ম্যাকগিল এবং কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তহবিল প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর এভাবে তাঁবু টানানো অনুমোদিত নয়। এই ধরনের কার্যকলাপ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো মুখোমুখি পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা শিক্ষার্থীদের অন্দোলন সম্পর্কে অবগত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন যে পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে অনুমোদন করে সেই সীমা পর্যন্ত তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে তারা সম্মান করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিদেশি কোম্পানির জন্য চিনের দরজা খোলা: লি কিয়াং

আপনজন ডেস্ক: চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং টেসলার প্রধনা নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ককে বলেছেন, দেশটির দরজা সব সময় বিদেশি কোম্পানির জন্য খোলা থাকবে। চলতি বছরে দ্বিতীয় বারের মতো চীন সফরে গেছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। সেখানে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে। লি কিয়াং বলেছেন, চীনের খুব বড় পরিসরের বাজার সব সময় বিদেশিঅর্থায়নকারী কোম্পানির জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মার্কেট অ্যাকসেস সম্প্রসারণেও চীন কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। ইলন মাস্ক তার ভারত সফর স্থগিতের সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ করেই চীন সফরে গেছেন। রোববার (২৮ এপ্রিল) একটি ব্যক্তিগত বিমানে করে একপ্রকার আকস্মিকভাবেই চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে পৌঁছান তিনি।১৯ এপ্রিল থেকে ভারতে লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই ২১ এপ্রিল ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল ইলন মাস্কের। সফরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার বৈঠক ও ভারতে টেসলার বিনিয়োগ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে এক্স বার্তায় ইলন বলেন, টেসলায় পাহাড় সমান কাজ জমে যাওয়ায় দুর্ভাগ্যবশত ভারত সফর পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। তবে আমি চলতি বছরের শেষের দিকে ভারত সফরের জন্য মুখিয়ে আছি।

যুদ্ধ করতে নারাজ ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এখনো অভিযান চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধের শুরু থেকে ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হাসামকে পুরোপুরি নির্মূলের বার্তা দিয়ে আসছে। এরপর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও তারা এখনো নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে তেমন কোনো ফলাফল ধরা না দেওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন ইসরায়েলি সেনারা।

নাভালনিকে হত্যায় পুতিনের সংশ্লিষ্টতা পায়নি যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার একটি কারাগারে বন্দি অবস্থায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরোধী রাজনীতিবিদ আলেক্সি নাভালনি। এরপরই ৪৭ বছর বয়সী এই নেতার মৃত্যুর জন্য এককভাবে পুতিনকে দায়ী করে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ পশ্চিমা নেতারা। তবে সম্প্রতি রুশ এ নেতার মৃত্যু নিয়ে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মার্কিন গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, নাভলনিকে হত্যার জন্য পুতিন কোনো নির্দেশ দেননি। সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়ালি স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, নাভালনির মৃত্যুর ঘটনায় পুতিনের যে দায় আছে, সে ব্যাপারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের কোনো সন্দেহ নেই। তবে তারা মনে করেন, রুশ প্রেসিডেন্ট সম্ভবত নাভালনিকে হত্যার নির্দেশ দেননি। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যগুলো গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে তথ্যগুলো আদান-প্রদান হয়েছে। এসব গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে আছে–যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ), ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্সের কার্যালয়, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা। যেসব সূত্রের বরাতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে, তারা নাভালনি কীভাবে মারা গেছেন, তা নিয়ে বিস্তারিত বলেননি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নাভালনির মৃত্যুর ঘটনায় ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে কি না, তা-ও উল্লেখ করেননি তারা। এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়, পুতিন সরাসরি নাভালনিকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ গোয়েন্দারা পাননি।

ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নাভালনির মৃত্যুর জন্য চূড়ান্ত অর্থে পুতিনকে দায়ী মনে করে যুক্তরাষ্ট্র। কারাগারে তাকে নির্মম পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছিল। কারাবন্দী হওয়ার আগে ২০২০ সালে তাকে স্নায়ু বিকল করার বিষাক্ত এক রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। নাভালনির বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা হয়েছিল। সর্বশেষ গত আগস্টে উগ্রপন্থার অভিযোগে তার ১৯ বছরের কারাদণ্ড হয়। জার্মানি থেকে রাশিয়ায় ফেরার পর ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে কারাগারে ছিলেন নাভালনি। যদিও এ নেতা দাবি করেছিলেন, এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

তবে নাভালনির মৃত্যুর ঘটনায় পুতিন সরাসরি জড়িত নন বলে মার্কিন কর্মকর্তারা যে ধারণা করছেন, তা মানতে রাজি নয় কিছু ইউরোপীয় দেশ। কয়েকটি দেশের কর্মকর্তারা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছেন, রাশিয়ার মতো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি দেশে প্রেসিডেন্টের অজান্তে নাভালনির কোনো ক্ষতি হতে পারে, এমনটা তারা কোনোভাবেই মনে করেন না।

নাভালনির জ্যেষ্ঠ সহযোগী লিওনিড ভলকভও এ ধরনের তথ্য নাকচ করে দিয়েছেন।

তার মতে, নাভালনির মৃত্যুতে পুতিন জড়িত নন বলে যারা মনে করছেন, তারা আসলে আধুনিক যুগে রাশিয়া কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা জানেন না।

পদত্যাগ করলেন স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফার্স্ট মিনিস্টার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা ইউসুফ পদত্যাগ করেছেন। সোমবার তিনি পার্লামেন্ট স্পিকার এবং রাজা তৃতীয় চার্লসের দপ্তরে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ফার্স্ট মিনিস্টার এর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) প্রধানও ছিলেন হামজা ইউসুফ। সেই পদ থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। এই দলটি রাজনৈতিক মতাদর্শতগতভাবে স্বটল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের শরিক দল স্কটল্যান্ড গ্রিনসের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ কিছুদিন দ্বন্দ্ব চলার পর জোটে অচলাবস্থা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী আইনপ্রণেতারা হামজা ইউসুফকে পার্লামেন্টে আস্থা ভোটের দাবি জানালে গত সপ্তাহে এই ভোট হয় স্কটিশ পার্লামেন্টে। কিন্তু সেই ভোটে হেরে হান হামজা। ফলে পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না তার সামনে।

গত বছর মার্চের শুরুর দিকে স্কটল্যান্ডের সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার ও নিকোলা স্টারগিওনের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত স্কটিশ রাজনীতিবিদ হামজা। তিনি পদত্যাগ করায় এখন আগামী ২৮ দিনের মধ্যে নতুন ফার্স্ট মিনিস্টার বেছে নিতে হবে স্কটল্যান্ডকে। এই পদে যে দুই প্রার্থী লড়তে যাচ্ছেন তারা হলেন এসএনপির দুই নেতা জন সুইনি এবং কেট ফোর্বস।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ বছর ধরে স্কটল্যান্ডে ক্ষমতাসীন রয়েছে এসএনপি। তবে স্কটিশ রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েক বছর ধরে এসএনপির জনপ্রিয়তা কমছে, অন্যদিকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের বিরোধী দল লেবার পার্টির। তবে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টির তেমন জনপ্রিয়তা স্কটল্যান্ডে নেই।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৭ মি.

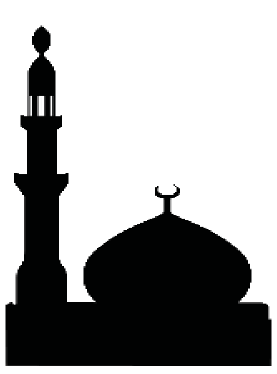

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৮	৫.০৪
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৭	
এশা	৭.২২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পুড়ছে ফিলিপাইন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনে প্রচণ্ড গরমের কারণে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে চাষাবাদ ক্ষতির কবলে পড়েছে। শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড গরমের কারণে দেশটির শিক্ষার্থীরাও সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সোমবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিপাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিদ্যমান। এল নিনো আবহাওয়া পরিস্থিতির কারণে দেশটিতে মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এ ধরনের তাপমাত্রা থাকতে পারে।

কেনিয়ায় বাঁধ ভেঙে ৪২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি হওয়া বন্যায় একটি বাঁধ ভেঙে অন্তত ৪২ জন মারা গেছেন। ভেসে গেছে অনেক বাড়ি ও গাড়ি। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অঞ্চলটিতে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় বন্যা দেখা দিয়েছে।

কেনিয়া সরকারের মুখপাত্র আইজ্যাক মাইগুয়া মওয়াউরা জানিয়েছেন, মূলত কেনিয়ার বিশাল অংশ বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। ভূমি ধসের ঘটনাও ঘটেছে বেশ কিছু এলাকায়। গত মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১০৩ জন মারা গেছেন। বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন হাজার হাজার।

কেনিয়ার নাকুরু কাউন্টি গভর্নর সুসান কিহিকা বলেছেন, মারাত্মক পরিস্থিতি উন্মোচিত হচ্ছে। কারণ মানুষ ও ঘরবাড়ি বন্যার পানিতে ভেসে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি। এছাড়া যারা ভেসে গেছে তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে।

সোমবার কেনিয়া রেড ক্রস সোসাইটি জানিয়েছে, কামুচিরি গ্রামে আকস্মিক বন্যার কারণে বেশ কয়েকজনকে মাই মাহিউতে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে টর্নেডোর আঘাতে নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতেঅন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েক ডজন।

ঝড়ের পর রোববার (২৮ এপ্রিল) বেশ কয়েকটি রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণ করা হয়েছে।

টর্নেডো সালফার শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। সেখানে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, অনেক গাছ ঘরের ওপর পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যানবাহন।

ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ওকলাহোমার গভর্নর কেভিন স্টিট বলেছেন, টর্নেডো যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা আপনি বিশ্বাস করতে পারবে না। সেখানের সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হিউজেস কাউন্টির জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাইক ডকরে বলেন, মৃতদের মধ্যে চার মাস বয়সী শিশুও রয়েছে।

স্টিট বলেছেন, এ ঘটনায় প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন রয়েছেন যারা একটি বারে ছিলেন।

পুরো অঙ্গরাজ্যের হাসপাতালগুলোর তথ্য অনুযায়ী টর্নোডোতে প্রায় ১০০ মানুষ আহত হয়েছেন। এখনো বিশ হাজার মানুষ বিদ্যুৎবিহীন রয়েছেন।

স্টিট বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১২ কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ওকলাহোমার গর্ভনরের সঙ্গে কথা বলেছেন বাইডেন।

ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্রে ৯শ' গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভের সময় প্রায় ৯০০ বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ১৮ এপ্রিল থেকে চলা বিক্ষোভে এসব শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। বিক্ষোভকালে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৮ এপ্রিল থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রথম বিক্ষোভে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সেখানে গিয়ে তোপের মুখে পড়েন মার্কিন স্পিকার মাইক জনসন।

ইসরায়েলবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের দ্য ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (ইউএসসি) তার প্রধান স্নাতক অনুষ্ঠান বাতিল করেছে।

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বাতিল করা হয়েছে অনুষ্ঠানটি। আগামী ১০ মে এটি হওয়ার কথা ছিল।

গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদকারীদের একটি ছাউনি পুলিশ ভেঙে দেয় এবং বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে। এমন পরিস্থিতিতে বাতিল করা হয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ১৭ বৈশাখ ১৪৩১, ২০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্র চর্চার বিষয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ফ্রিডম ডে' ৩০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ১৯৯৪ সালে ২৭ এপ্রিল দেশটির কালো মানুষেরা ভোটাধিকার অর্জন করে। এই উপলক্ষ্যে আমরা উহার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যাপন দেখিতে পাইতেছি। 'ফ্রিডম ডে' তথা গণতন্ত্রের তিন দশক পূর্তির উদ্যাপন ঘটিতেছে, কিন্তু যেই স্বপ্ন দেখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার দেশের জন্য আত্মোত্সর্গ করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন কতখানি পূরণ হইয়াছে আর কতখানি ফিকা হইয়াছে—তাহা এখন সকলেই কমবেশি অনুধাবন করিতে পারেন। ১৯৯৪ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি ডেসমন্ড টুটুকে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' স্থাপনের দায়িত্ব দেন। বর্ণবাদী শাসনের সময় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ—এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যেই সকল অপরাধ করিয়াছিল, সেইগুলি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এই কমিশনকে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু, যিনি দেশটিতে বর্ণবাদী শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, তিনি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুর পূর্বে দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—যেইভাবে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল কিছু সেইভাবে ঘটে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ক যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৯০ সালে তিনি ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনের ঘোষণাও দেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ককেই তিনি তাহার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। সুতরাং ম্যান্ডেলার ভাবনা শুধু কালো মানুষের মুক্তি নহে, তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষেরই মুক্তি। তাহার ভাবার্থ হইল—কালো মুক্তির অর্থ সাদারও মুক্তি—অর্থাত্ তাহা মানবতারই মুক্তি, যেই মুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে দেড় শত বত্সর পূর্বে আনিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, তাহার দেশ হইতে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন করিয়া নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আমাদের জানাইয়াছেন তাহার ২৭ বত্সরের জেলবন্দি জীবনের সেই পরম সহিষ্ণুতার সংগ্রামমুখর দিনগুলির কথা। রোবেন দ্বীপের নির্বাসিত জীবনে মানুষদের মুক্তির জন্য তিনি শক্তি লইয়াছিলেন প্রকৃতি হইতে। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবার সময়ও ম্যান্ডেলা কারা-অন্তরিনে বর্ণবৈষম্যের শিকার হইয়াছিলেন রাষ্ট্রের নিয়মেই। সামান্য খাদ্য এবং সব চাইতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত রাজবন্দি হিসেবে তিনি জানিতেন না, কত বত্সর পার হইলে উষার আলো প্রবেশ করিবে তাহার কারাকুঠুরিতে। যেইভাবেই হউক, একসময় এই নিরন্তর অহিংস সংগ্রাম ও অতিসংযমী ধৈর্যের ফসল ভরিয়া উঠে ম্যান্ডেলার আঙিনায়। তিনি হইয়া উঠেন বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও ধৈর্যের প্রতীক। ম্যান্ডেলা মনে করিতেন, 'এই পৃথিবীকে যেই রকম দেখিতেছি, তোমাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের কাজ হইবে, আমরা যেইরূপ (মানবিক) পৃথিবী চাহি, তাহা খুঁজিয়া লওয়া।'

কিন্তু এখন কেমন রহিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র? ছোট্ট কথায় তাহার আভাস দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরাও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খবরাখবরে তাহার আভাস পাই। গণতন্ত্র তো কেবল উদ্যাপনের নহে, তাহা চর্চার বিষয়। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকাই নহে। গত বত্সর গণতন্ত্রের দুঃসময় পার করিয়াছে আফ্রিকা মহাদেশ। সেইখানে বত্সর জুড়িয়াই একের পর এক অভ্যুত্থানে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়াছে কথিত গণতন্ত্র। গত বত্সরের ক্যালেন্ডারের পাতায় পাতায় ছিল বুট-বুলেটের গর্জন। রাজনৈতিক ঝড়ে আফ্রিকার মধ্য ও সাব-সাহারা অঞ্চলে পরপর পাঁচ দেশে অভ্যুত্থান ঘটে—নাইজার, সিয়েরা লিয়ন, গ্যাবন, বুরকিনা ফাসো ও গিনি বিসাও। ভয়াবহ রূপ নেয় সুদানের গৃহযুদ্ধও। হত্যা, গুম, ধর্ষণসহ অসংখ্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আঁতুড়ঘর হইয়া উঠে মহাদেশের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলো। গণতন্ত্রের চারাগাছ অনেক দেশের আবহাওয়া ও মাটিতে ঠিকমতো খাপ খাইতে পারে না। কেবল আফ্রিকা নহে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা দেখা যায়।

• • • • • • • • • • • • •

আমেরিকায় ছাত্র আন্দোলন যে সত্যকে সামনে এনেছে

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তচিন্তার চর্চাকে সুরক্ষা দেওয়ার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকদের আছে। আমি মনে করি, এটা তাদের দায়িত্ব। শাফিকের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানানোর অধিকার ও দায়িত্ব তাদের রয়েছে। ইয়েল, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিসহ অন্যান্য ক্যাম্পাসে গাজার গণহত্যার প্রতিবাদে যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত দমন না করে সেই আন্দোলন থেকে শেখা। লিখেছেন **রবার্ট রাইশ..**

আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি দিই, তা হলো সেই মানুষদের খুঁজে বের করো, যারা তোমাদের থেকে দ্বিমত পোষণ করে। এর কারণ হলো, শিক্ষার একেবারে গোড়ার বিষয় হলো একজনের ধারণা, অনুমান ও মূল্যবোধকে পরীক্ষা করা। কারও ধারণা, অনুমান আর মূল্যবোধ পরীক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায়?

এটা স্পষ্ট যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মিনোশে শাফিক আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন না। গত সপ্তাহে তিনি হাউস রিপাবলিকানস-এ গিয়ে নতজানু হন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন, গাজার চলমান গণহত্যা নিয়ে যেসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

উল্লেখ্য, গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যায় এ পর্যন্ত ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। পরের দিনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগকে ডেকে আনেন। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ১০০-এর বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ।

আমরা কি কিছু বিষয়ে স্পষ্ট হতে পারি? গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানেই সেমেটিকবিরোধী (ইহুদিবিদ্বেষী) মনোভাব প্রকাশ করা নয়। এই প্রতিবাদের সঙ্গে হেইট স্পিচ বা ঘৃণাব্যঞ্জক বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই প্রতিবাদ ইহুদি শিক্ষার্থীদের বিপদের মুখে ফেলছে না। একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেভাবে দাঁড়ানোর কথা, এখানে সেটাই ঘটেছে। এটি আলোচনা আর বিতর্ককে উসকে দিয়েছে।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ খুবই ভয়ংকর একটা ঘটনা। দুই পক্ষই এমন নৃশংসতা দেখিয়েছে যে যেটা মানুষের পক্ষে কতটা অমানবিক হওয়া যায়, তারই প্রদর্শন। এ কারণে এই সংঘাত শিক্ষার্থীদের সামনে তাঁদের পূর্ববর্তী ধারণা নতুন করে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দিয়েছে। একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

এখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা যদি আন্দোলন করেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কী করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যুদ্ধ নিয়ে বিতর্কের উর্বর ক্ষেত্র হওয়া উচিত। অবশ্যই দ্বিমতকে স্বাগত জানানো, বিক্ষোভকে গ্রহণ করা, যুক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো এবং ভিন্নতাকে পরীক্ষা করা উচিত। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন হওয়া উচিত শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিখবে সেই পথ বাতলে দেওয়া, তারা কী চিন্তা করবে, সেটা বলে দেওয়া নয়। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ককে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে, বিতর্ককে চাপা দেওয়া যাবে না। মনে রাখা দরকার, সত্য একটা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি—এটা যতটা নামপদ, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্রিয়াপদ।

আমার কোনো শিক্ষার্থী কিংবা অন্য কোনো শিক্ষার্থী যখন বলে 'আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত নই' এবং কী কারণে সে একমত নয়, তার ব্যাখ্যা দেয়, আমি সেটা ভালোবাসি। এই দ্বিমতই চিন্তা ও আলোচনার জন্ম দেয়। এটা শিক্ষার্থীদের তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের আরও গভীর অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত অজনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে উৎসাহিত করা এবং সুরক্ষা দেওয়া। ক্যাম্পাসে নিতান্তই অসতর্কতাবশত যেসব 'মামুলি আগ্রাসনের' (বয়স, লিঙ্গ, হাঁটাচলা কিংবা অন্য কোনো অন্য বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা) ঘটনা ঘটে, তা থেকে শিক্ষার্থীদের ঢাল তৈরি করে রক্ষা করার দরকার নেই। এর কারণ হলো, এতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হতে পারে, তাদের মধ্যে নতুন ধারণা জন্ম হতে পারে।

ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা উচিত, সেটা বন্ধ করে দেওয়া নয়। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পুলিশ ডেকে আনা ও গ্রেপ্তার করা মোটেই ঠিক কাজ নয়।

পরিশেষে বলব, কিছু মানুষের জন্য অস্বস্তিকর হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের মতপ্রকাশের সহিষ্ণু পরিবেশ নিয়েই থাকা উচিত। সমস্ত প্রতিবাদী বক্তব্যকে 'ঘৃণা বক্তব্য' বলে তকমা দেওয়া এবং সেটা নিষিদ্ধ করার মানে হচ্ছে শিক্ষার কেন্দ্রীয় স্তম্ভকেই হাওয়া করে দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই জোরালোভাবে কথা বলার পরিবেশ থাকতে হবে।

কিন্তু অবশ্যই এ ক্ষেত্রে সীমারেখা থাকতে হবে। কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যবস্তু করে যদি মতামত প্রকাশ করা হয়, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য যদি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়, কাউকে যদি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, তাহলে সেটাকে স্বাগত জানানো যাবে না। এটা একধরনের নিপীড়ন। এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

আমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে এবং অনেক বছর ধরে অধ্যাপনা করে আসছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষোভে ফেটে পড়ার অনেক ঘটনা আমি দেখেছি। ধর্মান্ধ জর্জ ওয়ালেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে চাওয়া, ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার মতো ঘটনায় প্রতিবাদ হতে আমি দেখেছি। এসব প্রতিবাদের অনেকগুলোই ছিল জোরালো। কিছু প্রতিবাদের সময় ঝামেলাও হয়েছে। কিছু প্রতিবাদের সময় প্রতিবাদকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে দেখেছি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন অহিংস। কোনো একজন ছাত্রের ক্ষতি করা ও নিপীড়ন করার মতো ঘটনা সেখানে ঘটেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যখন পুলিশ ডেকে এনেছে, শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কার করেছে, তখন সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ক্যাম্পাসে মুক্তচিন্তাচর্চাকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সেই ভূমিকা পালন করা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টিদের কাজ অবনমন হতে হতে মূলত তহবিল সংগ্রহকারীর পর্যায়ে নেমে গেছে। সম্পদশালী সাবেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেই তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কথা বলা যাবে আর কোন কথা বলা যাবে না, সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাই।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তচিন্তার চর্চাকে সুরক্ষা দেওয়ার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকদের আছে। আমি মনে করি, এটা তাদের দায়িত্ব। শাফিকের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানানোর অধিকার ও দায়িত্ব তাদের রয়েছে।

ইয়েল, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিসহ অন্যান্য ক্যাম্পাসে গাজার গণহত্যার প্রতিবাদে যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত দমন না করে সেই আন্দোলন থেকে শেখা।

রবার্ট রাইশ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক শ্রমমন্ত্রী এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি বিষয়ে অধ্যাপক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

মণিপুরে মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে আবারও বন্দুকযুদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের মণিপুর রাজ্যের পশ্চিম ইম্ফল জেলায় মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের গ্রামরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আজ রোববার সকালে জেলার কৌত্রুক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।

পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, গতকাল সকালে কয়েক ডজন বন্দুকধারী কৌত্রুক গ্রাম লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি চালায়। কিছু গুলি গ্রামের বিভিন্ন ঘরবাড়িতে গিয়ে লাগে। ওই গ্রামে স্থানীয়ভাবে তৈরি একধরনের মর্টারের গোলাও ছোড়া হয়। এতে করে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এ হামলার জবাবে কৌত্রুক গ্রামরক্ষী বাহিনীও পাল্টা হামলা চালায়। এতে করে দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।

গত বছরের মে মাস থেকে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চলছে। এতে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান এ সংঘাতে প্রায় সময় বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটছে কৌত্রুক গ্রামে। গ্রামটিকে বন্দুকযুদ্ধের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ধরা হয়।

এদিকে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ভারতে লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় জঙ্গি হামলায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সিআরপিএফের আরও দুই সদস্য আহত হয়েছেন।

রাশিয়াকে 'অস্ত্র' দিয়ে চিন কেন চরম ঝুঁকি নিচ্ছে?

চি মেং টান

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ২০ এপ্রিল ইতালির দ্বীপ ক্যাপ্রিতে জি-৭-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠককালে চীনের দিকে একগুচ্ছ সতর্কবার্তা ছুড়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই শীর্ষ কূটনীতিক অভিযোগ তোলেন যে রাশিয়ায় অস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রযুক্তির 'প্রধান দাতা'দেশ চীন। ব্লিঙ্কেন বলেন, 'শীতল যুদ্ধ শেষে ইউরোপের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় হুমকিতে' জ্বালানি জোগাচ্ছে বেইজিং।

এ সপ্তাহে ব্লিঙ্কেন যখন বেইজিং সফরে এলেন, তখন তিনি চীনের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ইউক্রেন যুদ্ধের সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে চীন রাশিয়ার কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি না করলেও এমন সব উপকরণ বিক্রি করছে, যেগুলো সামরিক কাজে ব্যবহার করা হয়। এর একটা তালিকা ব্লিঙ্কেন চীনের হাতে তুলে দিয়েছেন। এর মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর, হেলমেট, ড্রোন, ভেস্ট, যন্ত্রাংশ ও রেডিও রয়েছে।

আপাতভাবে, রাশিয়ার শিল্প খাতে চীন যে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে, সেটাও ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, চীন ও চীনের বিভিন্ন কোম্পানির সমর্থন পেয়ে রাশিয়া যেভাবে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে, তাতে এসব কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চীনের অর্থনীতি যখন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিলে সেটা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে, সেটা জেনেও বেইজিং কেন এত প্রবলভাবে মস্কোকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে? এককথায় উত্তর হলো, অস্তিত্ব।

চীনের মিত্র দরকার

চীন এটা বুঝতে পারে যে বৈশ্বিক ক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্রের মনোপলি ভেঙে দিতে হলে তারা সেটা একা পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যে পরিচালিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে গেলে একটা শক্তিশালী রাশিয়াকে দরকার চীনের। সে কারণেই চীন চায়, রাশিয়া যেন দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে।

চীনের বিখ্যাত একটা প্রবাদ হলো, 'যখন কারও ঠোঁট খোয়া যায়, ঠান্ডা গিয়ে দাঁতে কামড় দেয়'। এর অর্থ হচ্ছে, যখন দুটি জিনিস পরস্পর নির্ভরশীল, তখন একটি ক্ষতি হলে তার প্রভাব অন্যটির ওপর গিয়ে পড়ে। বর্তমানে

পশ্চিমারা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করছে। বেইজিং এটা বোঝে যে রাশিয়ার যদি পতন হয়, তাহলে পশ্চিমারা তাদের সম্পদকে একত্র করে 'চীনা হুমকি' মোকাবিলার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করবে। সে কারণেই বেইজিং মস্কোকে সহায়তা করে।

বর্তমানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বিরাজ করছে। দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, সেটার আঁচ করা যায় ২০২২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি যৌথ বিবৃতি থেকে। সেই বিবৃতিতে বলা হয়, চীন-রাশিয়া সম্পর্কের কোনো 'সীমারেখা' নেই, দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রেও কোনো 'নিষিদ্ধ এলাকা' নেই।

কিন্তু একটা বাস্তবতা সরাসরি বলা প্রয়োজন। চীন-রাশিয়া সম্পর্ক সব সময় পুষ্পময় নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন দুই দেশের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শ নিয়ে প্রবল উত্তেজনা চলেছিল। সীমান্ত নিয়েও তাদের মধ্যে বড় বিরোধ ছিল। এই উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে ১৯৬১ সালে দুই দেশের কমিউনিস্ট সরকার তাদের আনুষ্ঠানিক মৈত্রী ভেঙে দিয়েছিল। এরপর চীন ও রাশিয়ার সেনারা উত্তর-পূর্ব চীন ও জিনজিয়ান প্রদেশে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে কারণেই চীন ও রাশিয়া দুই পক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস থাকা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে রাশিয়া তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখছে, চীনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এমন মনোভাব থাকা মোটেই আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। এখন যদি দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়ে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়া কমিয়ে দিতে পারে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রেমলিনের কাছে অগ্রাধিকারে বিষয় হতে পারে, পশ্চিমের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের যে লড়াই চলছে, তা থেকে সমর্থন তুলে নিতে পারে রাশিয়া।

ঘটনাক্রমে রাশিয়ার প্রতি চীনের অবিশ্বাস ও অস্তিত্বগত উদ্বেগের প্রশ্নটি আরও স্পষ্ট হয়েছে উত্তর কোরিয়ায় চীনের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সফরের মধ্য দিয়ে। ১৩ এপ্রিল চীন শীর্ষ আইনপ্রণেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় শীর্ষ নেতা জাও লেজি পিয়ংইয়ং সফর করেন।

উত্তর কোরিয়ার লৌহমানব কিম জং-উনের সঙ্গে জাও লেজির বৈঠক সম্পর্কে বলা হয়, এর অর্থ হলো, দুই দেশের মধ্যকার ভালো সম্পর্ক ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও গভীর হলো। জাওয়ের এই সফর কেবল কি সৌজন্য সাক্ষাৎ? এই সফর যে সময়ে হলো, সেটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক। উত্তর কোরিয়া-রাশিয়া সম্পর্ক যখন উথলিয়ে উঠছে, সে সময়েই এই সফর। খবরে প্রকাশ, উত্তর কোরিয়া থেকে রাশিয়া বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ কিনছে। তা দিয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করছে। এ ঘটনা মস্কো ও পিয়ংইয়ংকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

বাস্তবতা হলো, উত্তর কোরিয়া রাশিয়া ও চীনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেটাকে ব্যবহার করে ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে আসছে। একটা বাস্তবতা হচ্ছে, রাশিয়া হোক আর আমেরিকা, উত্তর কোরিয়ার ওপর যারাই প্রভাব তৈরির চেষ্টা করুক না, সেটা বেইজিং চাইবে না। কারণ, সেটা চীনের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত প্রশ্ন।

উত্তর কোরিয়ার দিক থেকে আসা হুমকি

এই ভয় অস্বীকার করতে পারে না চীন। কেননা, উত্তর কোরিয়া ঐতিহ্যগতভাবেই চীনকে পরোয়া না করা দেশ উত্তর কোরিয়া। চীনকে পরোয়া না করার একটা বড় উদাহরণ হলো, কিম জং-উনের চীনাপন্থী চাচা কিম জং-ন্যামের হত্যাকাণ্ড। মালয়েশিয়ায় গিয়ে উত্তর কোরিয়ার গুপ্তঘাতকেরা তাঁকে হত্যা করেছিল। উত্তর কোরিয়া যে একের পর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাও চীনের জন্য হুমকি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উত্তর কোরিয়া যদি একেবারে পূর্ণ সক্ষম পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে তারা চীনের মাটিতেও তার বিস্ফারণ ঘটাতে পারে। ১৯৬১ সালে চীন-উত্তর কোরিয়া যে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিল, ২০২১ সালে তার নবায়ন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওপরের আশঙ্কাগুলোর কথা শুনতে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপরের পাতলা আবরণের নিচে গভীর অসন্তোষ রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই অসন্তোষ চলে আসছে। একসময় সাম্রাজ্যবাদী চীনের সম্পদের জোগানদাতা দেশ হিসেবে কোরিয়া ব্যবহৃত হতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা চীনের অধীন দেশ। উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রে সময়-সময় সেই ক্ষত উসকে ওঠে।

চি মেং টান, নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অর্থনীতির অধ্যাপক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

সমাজের প্রতি দায় আছে ভাবলে তবেই আসে দায়িত্ব: মিলন দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

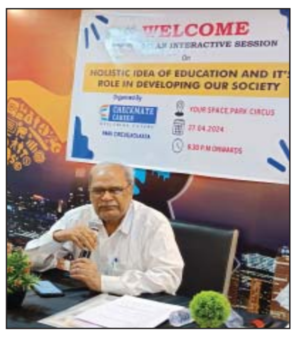

আপনজন: প্রচন্ড দাবদাহে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন যখন বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে, তখন কিন্তু বসে নেই শিক্ষককুল। তাঁরা ভাবছেন, শিক্ষায় প্রগতি অব্যাহত থাকবে কোন পথে, উন্নত সমাজ গড়তে শিক্ষকদের ভূমিকা কি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতাই বা কতখানি। কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক সভাকক্ষে শিক্ষক সহ বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন শনিবার সন্ধ্যায়। কেরিয়ার কাউন্সেলিং সংস্থা চেকমেট-এর কাজী মোঃ হাবিব আহ্বান জানিয়েছিলেন শিক্ষা নিয়ে এই আলোচনা চক্রটির। সূচনা বক্তব্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক মিলন দত্ত বলেন, আমরা সাধারণত দায় এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু অনেকে আছেন, যাঁরা তেমন নন। সমাজ নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন তাঁরা। আমাদেরও তাঁদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। সমাজ সম্পর্কে ভাবতে হবে আমাদেরও। নিজেদের দায়বদ্ধতার কথা ভাবলে, আপনা থেকেই দায়িত্ব চলে আসে। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে আমাকে। দেখেছি নীরবে, নিভৃতে কত মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন। আসলে কাজের একটা স্পৃহা থাকতে হয়। যেখান থেকেই তৈরি হয় দায়বোধ, আসে দায়িত্ব। শিক্ষার নানা দিক উঠে আসে তাঁর কথায়। তিনি বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়ও যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। সমাজের নানা অঙ্গনে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁরা কাজ করছেন, তার দু একটা নজির তিনি তুলে ধরেন। শিক্ষা প্রসারে, শিক্ষা উৎকর্ষতায় বিরাট দায়িত্বের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের বেস আন-নূর মডেল স্কুল, মুর্শিদাবাদের কয়েকটি স্কুলের নাম করে তিনি বলেন, এঁরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হয়, এঁদেরকে অভিনন্দন।

এদিন বিস্তৃত আলোচনায় উঠে আসে শিক্ষকতার নানা কথা, শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা নিয়ে শিক্ষাদানের কথা, মায়েদের বিশেষভাবে শিক্ষিত হওয়ার কথা। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের মাইন্ড-ম্যাপিং, প্রাইমারি এডুকেশনে আরও গুরুত্ব বৃদ্ধি, মোবাইল ফোনের ব্যবহার-অপব্যবহার, কেরিয়ার মেনটরিং, ভোকেশনাল এবং ওপেন স্কুলিং সিস্টেমের নানারকম কোর্সের কথা উঠে আসে এই দিন। আলোচনায় আরো যাঁরা বক্তব্য রাখেন, তাঁরা হলেন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষা আধিকারিক আরফান আলী বিশ্বাস, বিশিষ্ট গবেষক সাবির আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী খাদেমুল ইসলাম, লেখক আসাদুল ইসলাম, পান্থ মল্লিক, গৌরাঙ্গ সরখেল, আইনজীবী শাহিনুর রহমান, পারভীন সুলতানা প্রমুখ। এদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক। সভর সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক ও সমাজসেবী রাসনাউল আলম।

ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের নিয়ে নির্বাচনী সভা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গাজোল ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সহযোগিতায় গাজোলের শংকরপুরের একটি বেসরকারি লজে মালদহ উত্তর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের নিয়ে একটি নির্বাচনী সভা আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রচুর সংখ্যালঘু মানুষ ও গাজোল ব্লকের সমস্ত ইমামরা উপস্থিত হন। তাদের উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ৭ নং উত্তর মালদা লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালদা জেলা পরিষদের সদস্য দীনেশ টুডু, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ গাজোল ব্লকের ইমাম ও মোয়াজ্জেম গন। এই নির্বাচনী সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।

লালে রঙিন

আপনজন: লালে লাল কৃষ্ণচূড়া। যেন প্রকৃতির মাঝে নিজের রূপকে জাহির করা। আগুন ধরানো রূপ। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার কলসুর থেকে বাদুড়িয়ার বাগজোলায় যাওয়ার রাস্তায় তোলা ছবি। তথ্য ও ছবি: মনিরুজ্জামান

অনেক হয়েছে ভিক্ষা,এবার দিতে হবে শিক্ষা: অভিষেক

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: রবিবার নিজের কেন্দ্রে বিশাল জনসভার পর সোমবার উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনের দলের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে বাগনান বাকসিহাট ফুটবল মাঠে দুপুরে জনসভা করল তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড হাই কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দফার নির্বাচনের আগে
জেলায় জেলায় নির্বাচনী সভা সারছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি নবজোয়ারের পর এই প্রথম ওই কেন্দ্রে এলেন অভিষেক।
স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই আমতার সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড হাই কমান্ড। অভিষেক বলেন,'আজকে আমতার মাটিতে ৪৩ ডিগ্রী তাপমাত্রাতে মাঠে জায়গা নেই। গাছের ডালে, দমকলের গাড়ির উপরে সবাই উঠে পড়েছেন। যাঁরা সভায় আসেন, তাঁরা শুধু অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বক্তব্য শুনতে আসেন না। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েই আসেন, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে-ই ভোট দিতে আসেন। এই তীব্র গরম-কে উপেক্ষা করে আপনারা বাংলা বিরোধীদের উৎখাত করতে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর কথায়,২০১১ সালের ২০মে বামেদের সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। আর এই ২০মে প্রগতিশীল সরকার গড়ার ভোট দেবেন সাধারণ মানুষ।'অভিষেক আরও বলেন, 'দেশ জুড়ে সর্বত্র আওয়াজ উঠেছে এই অহঙ্কারী সরকারের পতন কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র!অশ্বমেধের ঘোড়া ২০০-তে আটকে যাবে আমার কথা মিলিয়ে নেবেন। আর দিল্লীতে সরকার গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস।'বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন,
'অনেক হয়েছে ভিক্ষা,এবার দিতে শিক্ষা।যে ভাষা এরা বোঝে,সেই ভাষাতেই জবাব দিতে হবে।অভিষেকের আরও সংযোজন,আমাদের গ্যারেন্টি যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় আছে বছরের বারো মাস,প্রতি মাস আমাদের সরকার সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবে প্রতি মাসের এক থেকে দু'তারিখের মধ্যে।বিজেপি-কে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন,'রেজাল্ট বার হলে বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। এর বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিতে হবে। তাই আগামী ২০ তারিখ লক্ষ্মীর ভান্ডারকে সামনে রেখে ভোট দেবেন। ওদের স্পর্শ করতে দেব না লক্ষ্মীর ভান্ডার। ক্ষমতা থাকলে আবাসের তথ্য প্রকাশ করুক। কেউ বারণ করছে না। অওর যারা তফশিলী-আদিবাসীদের অত্যাচার করেছে তাদের জবাব দিতে হবে এই নির্বাচনে।

আদিবাসী মহিলাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা স্বাস্থ্য কর্মীদের

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদীঘি হাসপাতালের কর্মীদের মানবিক মুখ দেখল মানুষ।
৭৩ বছরের আদিবাসী বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো থেকে শুরু করে, তার প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা, তাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো সবই হলো করনদীঘি গ্রামীন হাসপাতালের নার্স, কর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক সহ চিকিৎসকদের উদ্যোগে। করনদীঘি হাসপাতালের নার্স সীমা জানা জানিয়েছেন, গত বেশ কদিন আগে একজন বৃদ্ধা হাসপাতালের বাইরে শুয়ে ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে চলন শক্তি হারিয়েছিলেন। তার ছিল শ্বাসকষ্টের সমস্যা। তাকে উদ্ধার করে করনদীঘি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাকে সুস্থ করার লাগাতার প্রয়াস চালানো হয়। বর্তমানে করনদীঘি ব্লকের হেমেনপুরের ৭৩ বছরের বৃদ্ধা বিটিয়া হাসদা সম্পুর্ন ভাবে সুস্থ। কিন্তু তার পরিবারে কেউ না থাকাতে তিনি ভীষন অসহায়। সোমবার তাকে একটি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি পরবর্তী জীবন কাটাবেন। করনদীঘি গ্রামীন হাসপাতালের এই উদ্যগের প্রশংসা বরেছেন সাধারন মানুষ।

ঝাড়খণ্ড সীমান্তে অবৈধ কয়লা উদ্ধার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার লোকপুর থানার সগড়ভাঙ্গা জঙ্গল এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে অবৈধভাবে মজুদকৃত কয়লা অভিযান অব্যাহত। সেই প্রেক্ষিতে রবিবার রাতভোর লোকপুর থানার পুলিশ নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের সগড়ভাঙ্গা-বাস্তবপুর গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালিয়ে ফের অবৈধভাবে মজুদকৃত প্রায় সাত টন কয়লা আটক করে লোকপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পুলিশও অবৈধ কয়লা পাচার রোধে অভিযান শুরু করেন।যদিও ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে বীরভূম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে নিরাপদ স্থান ভেবে পাচারকারীরা সেখানে কয়লা মজুদ করে বলে অনুমান। জেলা পুলিশের তৎপরতায় জঙ্গলের মধ্যে কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদকৃত কয়লার সন্ধান পান।

এবার দু 'লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতব নির্বাচনে: কাকলি ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: এবার দু লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতব। এই নিয়ে চতুর্থবার মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবো। উন্নয়নের কাজ এবং এমপি ল্যান্ডের অর্থ দিয়ে এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে যেসব কাজ তাতে সবাইকে পেছনে ফেলে একজন সাংসদ হয়ে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম গোটা দেশে এক নম্বরে। সারাদেশে এম পি ল্যান্ডের টাকা খরচে এক নম্বর স্থান অধিকার করতে গত পাঁচ বছরে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। একটুর জন্য এক নম্বর স্থান অধিকার করতে পারিনি। উড়িষ্যার এক সাংসদ কিছু ডকুমেন্টস আগের জমা দিয়ে দেওয়ায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।
কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে আমি রয়েছি।আমার উন্নয়নের কাজ এবারের বারাসাত নির্বাচনে সবচেয়ে বড় প্রচারের হাতিয়ার। সোমবার মধ্যমগ্রামের বাঁদুতে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন বারাসতের শেঠ পুকুরের উন্নয়ন থেকে পায়োনিয়ার পার্ক এলাকায় মুক্ত মঞ্চ গড়ে তোলা সবই তিনি সাংসদ তহবিলের অর্থ ব্যয় করছেন। আগামী দিন বারাসতের বুকে যে মুক্তমঞ্চ করে উঠবে তা আলাদা মাত্রা বহন করবে। রঙিন আলো সঙ্গে মিউজিক্যাল ফোয়ারা সাংস্কৃতির বিশেষ পরিবেশ গড়ে তুলবে।কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মাইকেল নগর হয়ে যে মেট্রোরেল পৌছবে, তার জন্য তিনি সব থেকে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদার দাবি করেন, বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় এই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মাইকেল নগর হয়ে নতুন মেট্রোরেলের রুটের কথা তিনি সংসদে ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে বারাসতের তৃণমূল সাংসদ বিগত চার বছরে প্রায় এক হাজার বার রেল দফতরে দরবার করেছিলেন। সেই বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা এবং সন্দেশখালির মহিলাদের জড়ো করে নিয়ে আসার বিষয়টিকে ,কোনো ইস্যু না থাকায় বিরোধীদের কুৎসার ইস্যু তৈরীর প্রয়াস বলে তিনি দাবি করেন। সন্দেশখালির ঘটনাকে মিডিয়ার মাধ্যমে নানাভাবে অপপ্রচার করে শাসক দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে চাইছে বিজেপি, এই অভিযোগ করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার।
তার আরোও দাবি, সন্দেশখালিতে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তার থেকে অনেক বেশি করে এবং কুৎসা ও অপপ্রচার করে নির্বাচনে হাতিয়ার করতে চাইছেন বিরোধীরা।

ফের তীব্র তাপপ্রবাহের 'চরম সতর্কতা' জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোনো বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। সেই সাথে দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলা হিট ওয়েভ কন্ডিশন বজায় থাকবে ।কোথায় কোথায় আবার তীব্র হিট ওয়েভ সতর্কতা রয়েছে। সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান । তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে হিট ওয়েব কন্ডিশন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সাথে নর্থ বেঙ্গল এর জেলাগুলিতে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাতে সোমবার থেকে থেকে শুরু করে ২ মে পর্যন্ত এই চার দিন দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগনা হিট ওয়েভের সতর্কতা রয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৩ এপ্রিল আবার হলুদ সর্তকতা রয়েছে এই জেলাগুলিতে ।ইস্ট মেদিনীপুরে শ্রম এবং মঙ্গলবার ও বুধবার হিট ওয়েভ থেকে ব্যাপক হিট ওয়েভের সতর্কতা রয়েছে।
হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায় ২৯ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত হিট ওয়েভ কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ।মুর্শিদাবাদে আগামী তিনদিন লাল সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে।নর্থ বেঙ্গলে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদাতে কমলা সতর্কতা দেও য়া হয়েছে।
জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে হট এন্ড হিউমিড সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।
১ মে দার্জিলিং ,কালিংপং, আলিপুরদুয়ারে থান্ডা স্টং উইথ লাইটনিং ঝড়ো হাওয়া চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার গতি বেগে বইতে পারে এবং হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
৫ই মে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বিশেষ করে কোস্টাল এলাকা উত্তর ২৪ পরগনা ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। এই তিনটি জেলাতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৫ তারিখ থেকে জলীয়বাষ্পের প্রবেশ বাড়ছে ।তার ফলেই দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃষ্টিপাত আমরা দেখতে পাবো। পরবর্তী সময় এটি কন্টিনিউ করবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খুব স্লোলি। এই বৃষ্টির ফলে কিছুটা স্বস্তি পাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাবাসী।

সাত সকালেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা সোনামুখীতে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সাত সকালেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা সোনামুখীতে, একটি ইলেকট্রিক পোল সহ পরপর চারটি দোকান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল একটি ১৬ চাকা বেপরোয়া লরি । বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর সিনেমা তলা এলাকায় ভোররাতে ভয়ংকর পথদুর্ঘটনা । স্থানীয় সূত্রে দাবি , একটি ষোলো চাকা লরি বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনই সোনামুখী পৌর শহরের সিনেমাতলা সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি একটি ইলেকট্রিক পোল সহ পরপর চারটি দোকানে ধাক্কা মারে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় দোকানগুলি। এছাড়াও বেশ কয়েকটি দোকান অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোররাতে এই দুর্ঘটনা ঘটার জন্য রক্ষা পেয়েছে দোকানদাররা । হতাহতের খবর না থাকলেও চারটি দোকানে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুমড়ে মুচড়ে যায় লরির সামনের অংশ। যদিও এই ঘটনা হজাহতের কোন খবর নেই । স্থানীয় এবং দোকানদারদের দাবি সোনামুখী শহরে বাইপাসের প্রয়োজন দীর্ঘদিনের দাবি এলাকার মানুষের সংকীর্ণ রাস্তা হওয়ায় বারংবার দুর্ঘটনা ঘটছে এই শহরে। এদিনও সংকীর্ণ রাস্তার জন্য এবং বেপরোয়া গতির জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সান স্ট্রোকে আক্রান্ত ভবঘুরেকে হাসপাতালে ভর্তি করাল পুলিশ

পারিজাত মোল্লা ● বর্ধমান

আপনজন: সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কৈচর এলাকায় স্থানীয় থানার পুলিশের মানবিক ভূমিকা সামনে এলো।এদিন কাটোয়া - বর্ধমান সড়কপথে মোবাইল ডিউটি চলাকালীন কৈচর পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই বলরাম চট্টোপাধ্যায় ছোট পসলা মোড়ের কাছে একজন বছর ত্রিশের ভবঘুরেকে শারীরিক অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। স্থানীয়রা জানান -' তীব্র দহনে সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই ভবঘুরে'।অসুস্থ ভবঘুরের বিষয়টি কৈচর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি শরিফুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট থানা অর্থাৎ মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ কে জানান ।
বিষয়টি খবর পাওয়া মাত্রই আইসির নির্দেশে ওই ভবঘুরে কে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী ভাতার

হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যায় পুলিশ । মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ জানিয়েছেন -" অত্যাধিক গরমে ওই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মোবাইল ডিউটিতে থাকা পুলিশরা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য "। বর্তমানে সে ভাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। অসুস্থ ব্যক্তিটির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।
ভাতার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছেন -' অত্যাধিক গরমে ওই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সময়মত হাসপাতালে না আনলে প্রাণহানিও ঘটতে পারতো '। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পূর্বেই মঙ্গলকোট থানার সামনে ৭ নং রাজ্য সড়কে দিনভর জলছত্র কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল স্থানীয় থানার পুলিশ।
৬ হাজারের কাছাকাছি পথচারী - যানচালক - বাসযাত্রীদের শরবত - জল খাওয়া হয় সেদিন। এর পাশাপাশি নরম প্রকৃতি পেতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়ার জনসচেতনতার বার্তাও দেওয়া হয় পুলিশের তরফে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল ও বালুরঘাট থানার পুলিশ।ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত চকভৃগু রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, রেলস্টেশন সংলগ্ন ফাঁকা মাঠের একটি পুকুরে নগ্ন অবস্থায় মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। মৃত দেহটি কয়েকদিন আগের। যার ফলে ওই মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট জিআরপি থানার পুলিশ ও বালুরঘাট থানার পুলিশ। যদিও ওই মৃতদেহটি সনাক্ত করতে পারেনি স্থানীয়রা। ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। আত্মহত্যা না এর পেছনে অন্য কোন বিষয়ে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

প্রচন্ড গরমেও রক্তদান শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী হাফিজুর রহমান সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন। কিছুদিন আগে রমজান মাস গেছে আর এখন তীব্র তাপপ্রবাহ ব্লাড ব্যাংকের রক্তশূন্য । যাদের রক্ত প্রয়োজন তারা কঠিন সময় পার করছেন। এই অবস্থায় বর্ধমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কর্ণধার আশরাফউদ্দিন বাবুর সহযোগিতায় রায়না এক বহরমপুর গ্রামের মানুষের সহায়তায় হাফিজুর রহমান বড় আকারে রক্তদান শিবির করলেন। সাধারণ মানুষ রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রক্ত দান করেন সন্ধ্যাবেলায়। উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ফরিদ খান, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, আশরাফ উদ্দিন বাবু ,ন্যাশনাল অ্যান্টি ট্রাফিকিং কমিটির চেয়ারম্যান শেখ জিন্নার ,দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা।

মোনাকোর হারে লিগ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে লা হাভরের বিপক্ষে জিতলেই অফিশিয়ালি লিগ চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিত হতো পিএসজির। কিন্তু ৩-৩ গোলের ড্রয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় পার্ক অলিম্পিকে। প্রত্যাশিত ফলটা সেখানে পেয়ে যাওয়ায় রেকর্ড ১২তম বারের মতো লিঁগ আঁ শিরোপা জয় নিশ্চিত হলো পিএসজির।

আর্সেনালের ঘাড়ে নিশ্বাস সিটির লিঁও-র মাঠ পার্ক অলিম্পিকে নেমেছিল মোনাকো। পিএসজির প্রার্থনা ছিল, মোনাকো যেন জিততে না পারে। তাহলেই শিরোপা চলে আসবে পার্ক দে প্রিন্সেসে। কিন্তু ২১ সেকেন্ডে বেন ইয়েদেরের গোলে মোনাকো এগিয়ে যাওয়ার পর পিএসজি সমর্থকদের কেউ কেউ হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। লিঁও সেই হতাশা সরিয়ে মোনাকোকে শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হারিয়ে পিএসজি সমর্থকদের এনে দিল উৎসবের উপলক্ষ।

তবে লিগটা পিএসজির জন্য অনেকটাই ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ হয়ে গেছে। গত ১২ মৌসুমের মধ্যে এ নিয়ে ১০মবার লিগ জিতল পিএসজি। ৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। সমান ম্যাচ খেলে মোনাকো ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়। ১২ পয়েন্টের ব্যবধান দুই দলের মধ্যে এবং তিনটি করে ম্যাচ বাকি আছে। পিএসজি নিজেদের বাকি ৩ ম্যাচ থেকে কোনো পয়েন্ট না পেলেও সমস্যা নেই। কারণ মোনাকো নিজেদের বাকি ৩ ম্যাচ জিতলেও পিএসজির পয়েন্ট টপকে যেতে পারবে না।

বেন ইয়েদেরের গোলের পর সমতায় ফিরতে ২২ মিনিট সময় লেগেছে লিঁও-র। ২২ মিনিটে গোল করেন আলেক্সান্দার লাকাজেত্তে। চার মিনিট পর সাইদ বেনরাহমার গোলে এগিয়েও যায় লিঁও। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যাওয়া মোনাকো ২৬ মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে। ৬৬ মিনিটে বেন ইয়েদারের গোলে সমতায় ফেরে মোনাকো। কিন্তু নাটকের তখনো বাকি ছিল। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে লিঁও-কে জয়সূচক গোলটি এনে দেন মালিক ফোফানা। গত নভেম্বরের পর লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে এটাই প্রথম হার মোনাকোর।

লা হাভরের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। জানতেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন টানা তৃতীয় লিগ শিরোপা আসছে পিএসজির ঘরে। সংবাদ সম্মেলনে তাই বলে গেছেন, ‘আমরা চ্যাম্পিয়ন, সেটা পার্টি হোক বা না হোক। +২৯ গোল ব্যবধানেও এগিয়ে আছি। তাই এখনই নিজেকে চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে। এমনকি আমরা যদি আর পয়েন্ট না-ও পাই, তবু চ্যাম্পিয়ন।

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক উইলিয়ামসনই

আপনজন ডেস্ক: চোট আর বিশ্রামের কারণে গত কিছুদিন নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে ছিলেন কেইন উইলিয়ামসন। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বরের পর নিউজিল্যান্ড ৩৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে, এর মধ্যে মাত্র দুটি ম্যাচেই ছিলেন তিনি। সেই ম্যাচ দুটি উইলিয়ামসন খেলেছেন এ বছরের জানুয়ারিতে, পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে। তবে জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনের ওপরই আস্থা রাখছে কিউইরা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অভিজ্ঞতায় ঠাসা নিউজিল্যান্ড দলের অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকেই। বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল আজই ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট। উইলিয়ামসনের এটা ষষ্ঠ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, অধিনায়ক হিসেবে চতুর্থ। তবে বিশ্বকাপ খেলার দিক থেকে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য তিনি নন। এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ টিম সাউদি। ১৫ সদস্যের দলে থাকা এই ফাস্ট বোলারের সপ্তম বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে এটা। ১৫৭ উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তিনিই সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। দলে থাকা আরেক ফাস্ট বোলার ট্রেন্ট বোল্টের এটি পঞ্চম বিশ্বকাপ হবে।

১৫ জনের দলের শুধু পেসার ম্যাট হেনরি আর অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্ররই এখনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। নিউজিল্যান্ডের ১৫ জনের দলের ১৩ জনই ২০২২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে ছিলেন। এ ছাড়া ৬ জনের আছে সর্বশেষ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা। ১৫ জনের দলের সঙ্গে পেস বোলার বেন সিয়ার্সও যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাবেন। তাঁকে দলের সঙ্গে নেওয়া হবে কেউ চোটে পড়লে সেটা কাভার দেওয়ার জন্য।

দল নিয়ে নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, ‘আজ যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা বিশেষ।’ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম খেলতে যাওয়া হেনরি ও রবীন্দ্রকে নিয়েও কথা বলেছেন স্টিড, ‘দলে আসার জন্য বিবেচিত হতে ম্যাচ টি-টোয়েন্টিতে তাঁর স্কিল নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে। আর গত ১২ মাসে রাচিন যা কিছু করছে, সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।’

বিশ্বকাপের নিউজিল্যান্ড দল
কেইন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি।

দিল্লিকে সহজেই হারাল কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে সর্বশেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৭টিতে এমন দেখা গেছে। কি? ম্যাচে দুই ইনিংসের মধ্যে অন্তত একটিতে দুই শ রানের স্কোর। আজ সেই ধারায় ছেদ পড়ল। ইডেন গার্ডেনে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী-হর্ষিত রানাদের বোলিংয়ে ৯ উইকেটে ১৫৩ রানে থেমেছে দিল্লির ইনিংস। তাড়া করতে নেমে ২১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে কলকাতা।

দিল্লির ইনিংসে কোনো ফিফটি নেই। টপ অর্ডার উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। নয় নম্বরে নামা বাঁহাতি কবজির স্পিনার কুলদীপ যাদব ২৬ বলে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন। ১৩.৩ ওভারে ১০১ রানে ৭ উইকেট দিল্লি যখন ধুঁকছিল, তখন কুলদীপ নেমে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ইনিংসটি সাজান। অধিনায়ক ঋষভ পন্তের ব্যাট থেকে এসেছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭। এর আগে ১৩ ওভারের মধ্যে ১০০ রান তুলতেই ৭টি উইকেট হারায় দিল্লি।

ইনিংসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ওভারে যথাক্রমে পৃথ্বী শ, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ও শাই হোপকে হারিয়ে চাপে পড়া দিল্লি আর হাত খুলে ব্যাট করতে পারেনি।

স্বল্প রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু পেয়েছে কলকাতা। ৬.১ ওভারে সুনীল নারাইন আউট হওয়ার আগে ফিল সল্টের সঙ্গে তুলেছেন ৭৯। অবশ্য এই জুটিতে সল্টের একার অবদানই ২৮ বলে ৬০। নারাইন ১০ বলে ১৫ রান করে আউট হন।

৫ ছক্কা ও ৭ চারে ৩৩ বলে ৬৮ রান করা সল্ট ৯ম ওভারে দিল্লির স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের ‘আর্ম’ বলে বোল্ড হন। চতুর্থ উইকেটে কলকাতা অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার (৩৩*) ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (২৬*) অবিচ্ছিন্ন ৫৭ রানের জুটিতে ভর করে জিতেছে কলকাতা। ৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় কলকাতা। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ দিল্লি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
দিল্লি ক্যাপিটালস: ২০ ওভারে ১৫৩/৯ (কুলদীপ ৩৫, পন্ত ২৭, অভিষেক ১৮, অক্ষর ১৫, পৃথ্বী শ ১৩; বরুণ ৩/১৬, হর্ষিত ২/২৮, বৈভব ২/২৯)
কলকাতা নাইট রাইডার্স: ১৬.৩ ওভারে ১৫৭/৩ (সল্ট ৬৮, শ্রেয়াস ৩৩*, ভেঙ্কটেশ ২৬*, নারাইন ১৫ ; অক্ষর ২/২৫, উইলিয়ামস ১/৩৮)
ফল: কলকাতা ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা: বরুণ চক্রবর্তী (কলকাতা নাইট রাইডার্স)

বেশি রানের কারণ খুঁজছেন মুরালিধরন

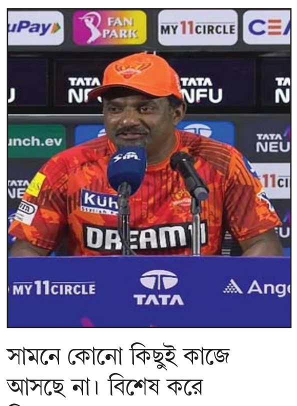

আপনজন ডেস্ক: ব্যাটিংয়ে নামলেই দলীয় সংগ্রহ ন্যূনতম ২০০–এবারের আইপিএলে ব্যাপারটা একরকম ‘ট্রেন্ড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৫০ রানের বেশি দলীয় স্কোর দেখা গেছে ৯ বার। আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ এবার যেমন দুবার ভাঙতে দেখা গেছে, একইভাবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডও গড়তে দেখা গেছে। পাওয়ারপ্লেতেও হয়েছে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড। পাওয়ারপ্লের বাইরের ওভারগুলোতেও একই অবস্থা। কী পেস, কী স্পিন–ব্যাটসম্যানদের খুনে মেজাজের সামনে কোনো কিছুই কাজে আসছে না। বিশেষ করে স্পিনারদের এবার বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে। ভারতের পিচগুলোর স্পিনবান্ধব হিসেবে পরিচিতি থাকলেও এবার স্পিনারদের বোলিং কোটা পূরণে অধিনায়কদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এ মৌসুমে শীর্ষ ২০ উইকেট শিকারির মধ্যে মাত্র ৩ জন স্পিনার (যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব ও সুনীল নারাইন) সেটারই প্রমাণ। আইপিএলের এবারের মৌসুমে কেন এত রান হচ্ছে? কেন রানের রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা থামানো যাচ্ছে না–এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন মুত্তিয়া মুরালিধরনও। টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মুরালিধরন আইপিএলেও বেশ ‘কিপটে’ ছিলেন। ৬৬ ম্যাচে ৬৩ উইকেট নিয়েছিলেন মাত্র ৬.৬৮ ইকোনমি রেটে।

কোহলি তাঁর স্ট্রাইক রেটের সমালোচকদের একহাত নিলেন

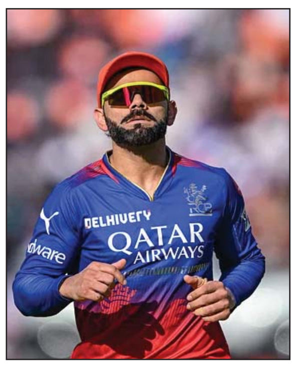

আপনজন ডেস্ক: ১০ ইনিংসের ৩টিতে ছিলেন অপরাজিত। ১টি সেঞ্চুরি, ৪টি ফিফটিসহ মোট রান ৫০০। এই রান নিয়ে এবারের আইপিএলে বিরাট কোহলিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানের মালিক। ৯ ইনিংস খেলে ৪৪৭ রান নিয়ে তাঁর পরেই আছেন চেন্নাই সুপার কিংসের ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড়। কোহলি কার চেয়ে কত রানে এগিয়ে আছেন, এটা নিয়ে খুব একটা কথা হচ্ছে না।

এবারের আইপিএলের প্রায় শুরু থেকেই আলোচনায় কোহলির স্ট্রাইক রেট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান ৫০০ রান করেছেন ৭১.৪২ গড়ে। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কোহলির চেয়ে বেশি গড় একমাত্র সঞ্জু স্যামসনের। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক স্যামসন ৯ ইনিংসে ৩৮৫ রান করেছেন ৭৭ গড়ে। কোহলির এই গড়ের বিষয়টিতেও কেউ নজর দিচ্ছেন না। এ কারণেই হয়তো কাল ৪৪ বলে অপরাজিত ৭৭ রান করে দলকে জিতিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন কোহলি। কোহলি ব্যাট হাতে ছন্দেই আছেন। কিন্তু ছন্দে থাকলেও তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন যেন কারও পছন্দ হচ্ছে না। ৫০০ রান যে তিনি করেছেন ১৪৭.৪৯ স্ট্রাইক রেটে। এবারের আইপিএলে কমপক্ষে ৩০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কোহলির চেয়ে স্ট্রাইক রেট কম শুধু তিনজনের। গুজরাট টাইটানসের সাই সুদর্শন ১০ ইনিংসে ৪১৮ রান করেছেন ১৩৫.৭১ স্ট্রাইক রেটে। তাঁরই সতীর্থ শুবমান গিল ১৪০.৯৬ স্ট্রাইক রেটে ১০ ইনিংসে করেছেন ৩২০ রান। আর লক্ষ্নৌ সুপার জায়ান্টসের লোকেশ রাহুল ৯ ইনিংসে ৩৭৮ রান করেছেন ১৪৪.২৭ গড়ে। গতকাল গুজরাটের ২০০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কোহলির দল ম্যাচ জিতেছে ২৪ বল আর ৯ উইকেট হাতে রেখে। বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাটিং করেছেন তিনজন–কোহলি, ফাফ ডু প্লেসি ও উইল জ্যাকস। ডু প্লেসি আউট হওয়ার আগে করেছেন ১২ বলে ২৪ রান, যার মানে রান তুলেছেন ২০০ স্ট্রাইক রেটে। আর ১০০ রানে অপরাজিত থাকা জ্যাকসের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪৩। ৪১ বলের ইনিংসে তিনি মেরেছেন ৫টি চার, ১০টি ছয়। আর কোহলি ৭৭ রান তুলেছেন ১৫৯.০৯ স্ট্রাইক রেটে। এই ইনিংস খেলার পর সমালোচকদের উদ্দেশ করে কোহলি বলেছেন, ‘যেসব লোক স্ট্রাইক রেট এবং আমার স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই আপনি এটা ১৫ বছর ধরে করে যাবেন। আপনি দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছেন, আপনি দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। আমি জানি না, এমন পরিস্থিতিতে আপনারা কখনো পড়েছেন কি না। কিন্তু বক্সে বসে ম্যাচ নিয়ে কথা বলছেন।’ যারা বলছে, কোহলি ধীরগতির ব্যাটিং করছেন এবং এটা নবধারার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে যায় না, তাদের উদ্দেশে ভারতীয় ব্যাটসম্যান এর আগে বলেছিলেন, ‘মানুষ দিনের পর দিন অনুমানের ওপর কথা বলতে পারে, কিন্তু যারা দিনের পর দিন কাজটা করে, তারা জানে আসলে কী ঘটছে। আমি অতি আক্রমণাত্মক হতে চাই না, বোলারকে ভাবনায় ফেলতে চাই। তারা চাইবে, আমি যেন আক্রমণাত্মক হই এবং আউট হই।’

ক্লপ-সালাহ ঝামেলার কারণ কী?

আপনজন ডেস্ক: ‘আমি কথা বললে আগুন লেগে যাবে’–ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে গতকাল ম্যাচের পর মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় এমন মন্তব্যই করেন মোহাম্মদ সালাহ। এর কিছুক্ষণ আগে ডাগআউটে কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের সঙ্গে বিতর্কে জড়াতে দেখা গেছে তাঁকে। কী ঘটেছিল, সংবাদকর্মীরা তা জানতে চাইলে ক্লপ বলেছেন ‘সমাধান হয়ে গেছে’। আর সালাহ বলেছেন ‘আগুন লেগে যাবে।’ অর্থাৎ কোনো একটা গড়বড় তো হয়েছেই।

অবদান বিবেচনায় ক্লপ-সালাহ দুজনই লিভারপুলের কিংবদন্তি। ক্লপ মৌসুম শেষেই বিদায় নেবেন। সালাহরও লিভারপুল ছেড়ে যাওয়ার গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে দলবদল বাজারে। ‘শেষবেলা’য় ক্লপ-সালাহর এ অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে যখন সমর্থকদের মধ্যে কৌতূহল, তখন সাবেক ইংলিশ ফুটবলার অ্যালান শিয়ারার নিলেন সালাহর পক্ষ। তাঁর মতে, যৌক্তিক কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সালাহ। ড্রেসিংরুমে বা মাঠের বাইরে ক্লপ-সালাহর মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে কি না, সেটি আপাতত অজানা। তবে লন্ডন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হাম-লিভারপুল ম্যাচের শেষ দিকের ঘটনা দর্শকদের সামনেই ঘটেছে। একাদশে সালাহকে নামাননি ক্লপ। ৭৭ মিনিটে ওয়েস্ট হাম ম্যাচে ২-২ সমতা ফেরানোর দুই মিনিট পর লুইজ দিয়াজের বদলি করা হয় তাঁকে। মাঠে নামার আগে ডাগআউটে দুজনকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখা গেছে। একই সময়ে ওয়াতারু এন্দোর পরিবর্তে দারউইন নুনিয়েজকেও মাঠে নামায় ক্লাব।

ছলছল চোখে চেলসিকে বিদায় জানালেন সিলভা

আপনজন ডেস্ক: ‘ধন্যবাদ যথেষ্ট নয়’–চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি হাতে থিয়াগো সিলভার ছবির সঙ্গে এই ক্যাপশন জুড়ে দিয়ে খবরটা জানিয়েছে চেলসি। বাতাসে অবশ্য কদিন আগে থেকেই গুঞ্জন ভাসছিল–এ মৌসুম শেষেই চেলসিকে বিদায় বলে দেবেন সিলভা। সেটিই আজ সত্যি হলো। চলতি মৌসুম শেষে চেলসির সঙ্গে ৪ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাচ্ছেন এ সেন্টারব্যাক। ২০২০ সালে ফ্রি ট্রান্সফারে পিএসজি থেকে চেলসিতে এসেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান।

বিদায়বেলায় চেলসির প্রতি নিজের ভালোবাসাকে ‘বর্ণনাতীত’ উল্লেখ করে সিলভা বলেছেন, ‘চেলসি আমার কাছে অনেক কিছু। কেবল এক বছর থাকার ইচ্ছে নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু সেটি চার বছরে গিয়ে ঠেকেছে। আমার ছেলেও চেলসির হয়ে খেলে। চেলসি পরিবারের অংশ হতে পারাটা দারুণ গর্বের ব্যাপার।’

চেলসিকে বিদায় বলা কতটা কঠিন সেটা জানিয়ে আবেগাপ্লুত সিলভা আরও বলেছেন, ‘সাধারণ পরিস্থিতিতেই বিদায় বলাটা অনেক কঠিন। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এত তীব্র, তখন বিষয়টা আরও কঠিন। তবে একবার যে ব্লু, সব সময় সে ব্লু।’

সিলভা যখন চেলসিতে আসেন তখন ক্লাবটির কোচ ছিলেন ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড। এরপর টমাস টুখেল, গ্রাহাম পটার এবং মরিসিও পচেত্তিনোর অধীনে খেলেছেন সিলভা। ১৫১ ম্যাচে চেলসিকে প্রতিনিধিত্ব করা এ ব্রাজিলিয়ান তারকা চেলসির হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছেন। যেখানে সবচেয়ে বড় অর্জন ২০২০-২১ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জয়।

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচে চেলসির প্রতিনিধিত্ব করেছেন সিলভা। যেখানে প্রিমিয়ার লিগের ২৭ ম্যাচও অন্তর্ভুক্ত আছে। আপাতত চেলসিকে বিদায় জানালেও আবার ভিন্ন কোনো পদে ফেরার স্বপ্ন দেখেন সিলভা, ‘আমি আশা করি দরজা খোলা থাকবে, ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমি ফিরে আসতে পারব। যদিও সেটা হবে ভিন্ন কোনো দায়িত্বে।’

আইপিএলে অনেক সাধারণ মানের বোলার দেখছেন ক্লুজনার

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে রানবন্যা নিয়ে অনেকেই আঙুল তুলেছেন ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের প্রতি। একজন খেলোয়াড় বদলি করার সুযোগ থাকায় ব্যাটসম্যানরা ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত হচ্ছেন, আত্মবিশ্বাসী হয়ে দ্রুতলয়ে রান তুলছেন। ফলে দুই শ রান দেখা যাচ্ছে হরহামেশাই, বোলাররা খাচ্ছেন নাকানি-চুবানি।

তবে রানবন্যার পেছনে শুধু ইমপ্যাক্ট-সাবই নয়, মানসম্পন্ন বোলিংয়ের অভাবকেও অন্যতম কারণ মনে করেন ল্যান্স ক্লুজনার। লক্ষ্নৌ সুপার জায়ান্টস সহকারী কোচের মতে, এবারের আইপিএলে সাধারণ মানের বোলার বেশি, ব্যাটসম্যানরা যার সুবিধা তুলছেন। এ ছাড়া বোলারদের তুলনায় ব্যাটসম্যানরা দ্রুতই নিজেদের পরের ধাপে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলেও মত এই প্রোটিয়া কিংবদন্তির। এবারের আইপিএলে প্রথম ৪৫ ম্যাচে দুই শ ছাড়ানো ইনিংস হয়েছে ২৮টি। এর মধ্যে আড়াই শর বেশি রানের ইনিংসই ৮টি, যা আইপিএলের আগের ১৬ আসর মিলিয়ে হয়েছে মাত্র দুবার। কলকাতা-পাঞ্জাব ম্যাচে তো ২৬১ রান তাড়া করে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। ক্লুজনারের মতে, ব্যাটসম্যানদের এই দাপটের পেছনে বোলারদের মানহীনতাও দায়ী, ‘পুরো টুর্নামেন্টের বোলিং পারফরম্যান্স দেখে আমি খুব হতাশই হয়েছি। খুব বেশি ভালো বোলিং দেখা যাচ্ছে না। অনেক সাধারণ মানের বোলার। আর এখনকার ব্যাটসম্যানরাও এতটা ভালো যে তারা এর সুবিধা তুলছে।’ এবারের আসরে দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলাররা ১০ ম্যাচে ডেথ ওভারে (১৭ থেকে ২০তম ওভার) দিয়েছেন ৫৪৩ রান, যা গত আসরে ডেথ ওভারে সবচেয়ে বেশি রান হজম করা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পুরো আসরের (১৬ ম্যাচে ৬৪৯) চেয়ে মাত্র ৯৬ রান কম। মুম্বাই গতবার ডেথ ওভারে দিয়েছিল ১২.৪৪ রান করে, এবারের আসরে এখনই তিন দলের ডেথ ওভারের গড় এর চেয়ে বেশি।

শিক্ষক চাই শিক্ষক চাই

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান মদিনা মিশন

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৯, যোগাযোগ-9830401057

শিক্ষক চাই

১) একজন যোগ্য মাওলানা মুফতি কারী দেওবন্দ, সাহারানপুর মাজাহির উলুম ও আক্কেল কুয়া গুজরাট মাদ্রাসার ফারেগ আলিম প্রয়োজন। মাহিনা দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকা পর্যন্ত।
২) একজন হাফেজ কারী নূরানী কায়দা, নাজরা পড়ানোর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন।
৩) কারী ক্লাস হাফস কেরাত ছাত্র ভর্তি নেওয়া হইতেছে, শর্ত মাওলানা ও হাফেজ হওয়া প্রয়োজন।
তিন টাইম খাবার এবং ওজিফার ব্যবস্থা আছে।
৪) মিশনের জন্য ক্লাস চতুর্থ শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। সঙ্গে মাদ্রাসার শিক্ষা হাফেজ, মাওলানা, কেরাত পড়িতে পারিবে এবং স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার শেখানো হইবে।
যোগাযোগ করুন: মাওলানা ইমাম হোসেন মাজাহেরী
মোবাইল: 9830401057

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**